NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ডিএ দাবিতে পথে সরকারি কর্মীরা, ভোটের অঙ্ক টেনে রাজ্যকে চাপ

কুলতলিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দু'পক্ষের দু'জন গুরুতর আহত ২

কলকাতা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২৬ মাঘ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.02.2026, Vol.19, Issue No. 239, 8 Pages, Price 3.00

কোটায় বহুতল ভেঙে মৃত বাংলার পড়ুয়া

জয়পুর, ৮ ফেব্রুয়ারি: রাজস্থানের কোটার তালওয়ান্দি শহরে বহুতল ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে কোচবিহারের এক ছাত্রের। আহত হয়েছেন তাঁর মাও। রবিবার এই খবর পেয়ে শোকস্তব্ধ এলাকাবাসী। কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, রাজস্থানের কোটায় কোচবিহারের অনরণ্য কর্মকার নামে এক ছাত্রের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মা আহত। আমরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি।'

শনিবার রাতে তালওয়ান্দি এলাকায় একটি বহুতল ভেঙে পড়ে। একতলায় ছিল রেস্তরাঁ। রাতে সেখানে খেতে গিয়েছিলেন ১৯ বছরের অনরণ্য কর্মকার এবং তাঁর মা সুদীপ্তা কর্মকার। দু'জনেই ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েছিলেন। কোটায় ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে যাওয়া অনরণ্য মারা যান। তাঁর মা এখনও হাসপাতালে ভর্তি।

কোচবিহার শহরের বাসিন্দা অনরণ্য পড়াশোনার সূত্রে কয়েক বছর ধরে কোটায় রয়েছেন। ছেলের সঙ্গে মা-ও থাকতেন। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার রাতে মা-ছেলে একটি রেস্তরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন। তখনই ওই দুর্ঘটনা হয়। খবর পেয়ে শনিবার রাতেই কোটা রওনা দেন অনরণ্যের বাবা অভিজিৎ কর্মকার। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, দীর্ঘ দিন ধরে অনরণ্য কোটায় পড়াশোনা করছিলেন। কিছু দিন আগেই কোটা থেকে কোচবিহারের বাড়িতে ফিরেছিলেন অভিজিৎ। উল্লেখ্য, কোটায় ওই দুর্ঘটনায় মোট দু'জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। জখম হন অন্তত পাঁচ জন। আহতদের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে।

সুপ্রিমে আজ এসআইআর শুনানি

কমিশনকে বাড়তি অফিসার দিতে তৈরি রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত শুনানির আগেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য এবং তার অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর থেকে মোট ৮৫০৫ জন গ্রুপ-বি আধিকারিক দিতে তারা প্রস্তুত। প্রশাসনিক মহলের মতে, আদালতের নজরে থাকা একটি সংবেদনশীল বিষয়ে রাজ্যের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের তরফে যে ঘাটতির অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তা খণ্ডন করতেই এই সিদ্ধান্ত। কমিশনের আইনজীবী আগের শুনানিতে দাবি করেছিলেন, এসআইআর তদারকির জন্য রাজ্য পর্যাপ্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিক দেয়নি। সেই প্রসঙ্গেই রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যে ধরনের সহযোগিতা চেয়েছে, প্রশাসন তার চেয়েও বেশি দিতে প্রস্তুত।'

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে একাধিক মামলার শুনানি রয়েছে। তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা আবেদনও অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক শিবিরে জল্পনা, এই শুনানিতে রাজ্য সরকার আরও জোরালোভাবে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে পারে।

গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতিমধ্যে শুনানিও প্রায় শেষের পথে। সময় বাড়ানোর দাবি উঠলেও, নির্বাচন কমিশন এখনও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার প্রায় তিন মাস বাদে অফিসার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। গত সপ্তাহে অফিসার নিয়োগের প্রসঙ্গ উঠেছিল। আজ ফের ওই মামলার শুনানি রয়েছে। তার আগেই বড় সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন।

অফিসার নিয়োগের দাবি আগেও একাধিকবার তুলেছে কমিশন। সুপ্রিম কোর্টেও কমিশন দাবি করেছিল, পর্যাপ্ত অফিসার দেওয়া হয়নি রাজ্য সরকারের তরফে। এবার সুপ্রিম-শুনানির ২৪ ঘণ্টা আগেই অফিসার দিতে রাজি হল নবান্ন। ৮ হাজার ৫০৫ জন বি গ্রেড অফিসার দিতে তারা প্রস্তুত বলে নবান্নের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে কমিশনকে।

এদিকে কমিশনের অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, 'এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও রকম গাফিলতি হয়নি। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা রক্ষায় রাজ্য সরকার শুরু থেকেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়েছে।' আদালতের শুনানিতে কোন যুক্তি কতটা প্রভাব ফেলে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

গত সপ্তাহে বুধবার এসআইআর মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে সওয়াল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'নিশ্চিত করুন যাতে কর্মী ও আধিকারিক দেওয়া যায়, যাঁরা দুটি ভাষা জানেন।' শুনানিতে অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন ও দাবি করেন, কমিশন যা চেয়েছে, তাই দেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেছিলেন, জেলার সংখ্যা কম, তাই অফিসারের সংখ্যাও কম।

এবার সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী শুনানির ঠিক আগেই অফিসার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। এরকম একটা সময়ে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি সুপ্রিম কোর্টে যাতে প্রশ্ন না ওঠে, তাই এই সিদ্ধান্ত?

সন্ত্রাসে আপস নয়, ফের সুর চড়ালেন মোদী

কুয়ালালামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি: মালয়েশিয়ায় গিয়ে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরও এক বার এ বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ভারতের অবস্থান শুরু থেকেই খুব স্পষ্ট। এ বিষয়ে কোনও আপস করা হয় না।

শনিবারই মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন মোদী। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বয়ং সে দেশের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। রবিবার সকালে সেখান থেকে ভারত-মালয়েশিয়া পারস্পরিক সমঝোতা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বার্তা দেন মোদী। তখনই সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ ওঠে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আমাদের বার্তা খুব স্পষ্ট। কোনও দ্বিচারিতা নয়। কোনও আপস নয়।'

মালয়েশিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক এবং বোঝাপড়ার কথা বলেছেন মোদী। প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। মোদী বলেন, 'ভারত এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমরা সামুদ্রিক প্রতিবেশী। শত শত বছর ধরে আমাদের লোকজনের মধ্যে গভীর, সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধন রয়েছে। এখন ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ঠিকানা হিসাবে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ মালয়েশিয়া। সভ্যতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আমাদের এক করে রেখেছে।' সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা, গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত এবং মালয়েশিয়ার যোগাযোগ আরও বৃদ্ধির বার্তা দিয়েছেন মোদী।

দু'দিন আগেই পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ হয়েছে। তাতে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৬৯ জনের। ওই ঘটনার দায় ভারতের দিকে ঠেলেছে পাকিস্তান। দাবি করেছে, আফগান তালিবানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইসলামাবাদে হামলার চক্রান্ত করেছে ভারত। এমনকি, এই হামলার জন্য নয়াদিল্লি অর্থও জুগিয়েছে বলে দাবি করেছেন পাকিস্তানের মন্ত্রী মহসিন নকভি। বক্তব্যের সপক্ষে পাকিস্তান কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক প্রথমেই এই ধরনের দাবিকে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তবে বিতর্ক থামেনি। তার মধ্যেই মালয়েশিয়া থেকে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মোদীর বার্তা জল্পনা তৈরি করেছে। মোদী কারও নাম না করলেও অনেকে মনে করছেন, এই মন্তব্যের মাধ্যমে পাকিস্তানকেই বার্তা দিতে চাইলেন তিনি।

আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে ভারত আগ্রহী। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীও বাণিজ্য, বিনিয়োগ, এবং প্রতিরক্ষায় ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর কথা বলেছেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনে হিন্দুদের ঐক্যের মোহন-আহ্বান

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি: যদি বাংলাদেশের ১.২৫ কোটি হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেন। তাহলে পৃথিবীর সব হিন্দুরা তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে এমনই বার্তা দিলেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত।

রবিবার মুম্বইতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ভাগবত। সেখানে বক্তৃতা করার সময় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে প্রায় ১.২৫ কোটি হিন্দু বসবাস করেন। যদি তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেন, তাহলে পৃথিবীর সব হিন্দুরা তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন। তাঁদের সাহায্য করবেন।'

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকেই রণক্ষেত্র বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর মহম্মদ ইউনূস দায়িত্ব নিলেও কট্টরপন্থীদের দাপাদাপি আরও বেড়েছে। সম্প্রতি ছাত্রনেতা ওসমান হাদি খুনের ঘটনায় ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় সে দেশের সংবাদমাধ্যমের দপ্তরগুলিতে। এমনকী অগ্নিসংযোগও করে দেওয়া হয়। কট্টরপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি বাংলাদেশের

বাংলাদেশে প্রায় ১.২৫ কোটি হিন্দু বসবাস করেন। যদি তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেন, তাহলে পৃথিবীর সব হিন্দুরা তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন। তাঁদের সাহায্য করবেন। হিন্দু কোনও সম্প্রদায় নয়, এটা একটা সভ্যতা।

- মোহন ভাগবত

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছায়ানটও। সেখানেও রাতভর চলে তাণ্ডব। এরপরই সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপু দাসকে গণপিটুনির পর তাঁর দেহ গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। ঘটনায় কেঁপে ওঠে গোটা বিশ্ব। তারপর থেকেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার খবর। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে বড় বার্তা দিলেন সংঘ প্রধান।

তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু কোনও সম্প্রদায় নয়, এটা একটা সভ্যতা। ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক হিন্দু।' এই মর্মে দেশের চার প্রকারের হিন্দুর কথাও তুলে ধরেন তিনি। যাঁরা নিজেদের গর্বের সঙ্গে হিন্দু বলেন, তাঁরা হিন্দু। যাঁরা হিন্দু, কিন্তু তাতে গর্ব করার কী রয়েছে, এই কথা বলেন, তাঁরা হিন্দু। যাঁরা ফিসফিস করে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেন, তাঁরা হিন্দু। যাঁরা ভুলে গিয়েছেন বা যাঁদের ভুলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, তাঁরাও হিন্দু।

হিন্দু নিয়ে মোহন ভগবতের এই মন্তব্য প্রথম নয়। গতবছরের গোড়া দিকে ১০ দিনের জন্য বাংলা সফরে এসেও এমন কথা বলতে শোনা গিয়েছিল তাঁকে। সেই সময় সরসংঘচালক বলেছিলেন, 'হিন্দু সমাজ ও ভারতবর্ষ একই কথা। আর এই স্বভাব পরম্পরার সঙ্গে যাঁদের কাছে এসেছে, তাঁরাই হিন্দু।'

এদিনের সভায় দেশভাগের নেপথ্যে হিন্দু অস্মিতাকে জুড়ে দেন সরসংঘচালক। তাঁর মতে, দেশভাগের অন্যতম কারণই হল, হিন্দুত্ব ভাব ও হিন্দু অস্মিতাকে ভুলে যাওয়া। মোহন ভগবতের অভিযোগ, 'ধর্মের কারণেই দেশভাগ হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম, আমরা প্রতিটি ধর্মকে সম্মান করি। কারণ আমরা হিন্দু। কিন্তু কিছু মানুষ ছিল, তাঁরা বলেছিল, এই ধারণা ভুল। আজ দেখুন, ভারতে মুসলিম, খ্রীস্টান, সবাই রয়েছে।' সরসংঘচালকের সংযোজন, 'হিন্দুত্বকে গ্রহণ করা মানেই নিজের ধর্ম, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচারকে ছেড়ে দেওয়া নয়। কেউ যদি হিন্দুত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে তার পরিবর্তে তাঁকে কিছু হারাতে হচ্ছে না। হিন্দুত্ব আপনার নিরাপত্তার গ্যারান্টি।'

মোদীর সুভাষ-স্মরণ

■ দু'দিনের মালয়েশিয়া সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ছিল তাঁর সফরের শেষ দিন। এদিন মালয়েশিয়ায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে স্মরণ করেন মোদী। পাশাপাশি, দেখা করেন আজাদ হিন্দ ফৌজে নেতাজির সহযোদ্ধা জয়রাজ রাজা রাওয়ের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকে 'অনুপ্রেরণাদায়ক' বলেও অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নেতাজির ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আইএনএ) বা আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম সদস্য ছিলেন জয়রাজ।

বিমানঘাঁটি মেরামত

■ জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার পর অপারেশন সিঁদুর অভিযানে পাকিস্তানের ভোলারি বিমানঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। সেই বিমানঘাঁটি এখন পুনর্নির্মাণ করলছে পাকিস্তান। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভ্যান্টর উপগ্রহ চিত্রে এমন ছবিই ধরা পড়েছে। উপগ্রহচিত্রে দেখা যাচ্ছে, বিমানঘাঁটির হ্যাঙ্গারের সবুজ ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত। তা-ই এখন মেরামত করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ছাদ ভেঙে নতুন ছাদ বানানোর প্রস্তুতি চলছে।

ভোটার তালিকায় কড়া বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপ বাড়াল বিজেপি। ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের ব্যবহার নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আগেই জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় এই নথি সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর কথায়, 'বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বৈধ নয়। কোনও ইআরও যদি কৌশলে নিয়ম ভেঙে তা ব্যবহার করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে।'

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব।' এই প্রক্রিয়া সময়মতো ও স্বচ্ছভাবে না হলে রাজ্যে সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি হতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি। **তাঁর দাবি, এমন পরিস্থিতির দায় এড়াতে পারবে না রাজ্য সরকার কিংবা কমিশন, দু'পক্ষই সমানভাবে দায়ী থাকবে।**

ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগে আইনি লড়াইয়ের ইঙ্গিতও দেন বিরোধী দলনেতা। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'কোনও বেআইনি বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা যাতে ভোটার তালিকায় ঢুকতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে বিজেপি প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হবে।' শেষে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'গণতন্ত্র, সংবিধান আর জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে বিজেপি আপসহীন। এই লড়াইয়ে এক চুলও পিছনো হবে না।'

অপারেশনে খতম মাও কম্যান্ডার-সহ ৭, শহিদ ১ জওয়ান

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি: মহারাষ্ট্রে পুলিশ ও সিআরপিএফের যৌথ অভিযানে মাওবাদীর শীর্ষ কমান্ডার-সহ মৃত ৭ মাওবাদী। অভিযানে শহিদ এক জওয়ান। তিনদিন আগে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্ব মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলায় অভিযান চালায় পুলিশ ও সিআরপিএফের যৌথ বাহিনী। বাহিনীর সঙ্গে শুরু হয় গুলির লড়াই। মারা যান মাওবাদীর কমান্ডার প্রভাকর ওরফে লোকেটি চন্দর রাও । তিনি তেলঙ্গানার কামারেড্ডির বাসিন্দা। তিনি মাওবাদীদের গড়চিরোলি ডিভিশন কমিটি, পশ্চিম সাব-জোনাল ব্যুরো এবং 'কোম্পানি নং ১০'-এর ইনচার্জ ছিলেন। তাঁর মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা।

গডচিরোলি পুলিশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর আসে ছত্তিশগড় থেকে আসা ১০ নম্বর কোম্পানির গতিবিধি বাড়ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে, ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে অভিযান শুরু হয়। গড়চিরোলি পুলিশের একটি বিশেষ মাওবাদবিরোধী বাহিনী সি-৬০ , এর চৌদ্দটি ইউনিট নারায়ণপুর-গড়চিরোলি সীমান্তের ফোদেওয়াদা গ্রামের কাছে অভিযান শুরু করে। পুলিশের দলের সামনে পড়তেই গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা গুলি চালায় জওয়ানরা। শুরু হয় গুলির লড়াই। তাতেই মারা যান মাও নেতা প্রভাকর।

বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে খেলতে রাজি পাকিস্তান!

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি: বয়কট করেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে হতে পারে সলমন আলি আঘাদের। রবিবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও আইসিসির বৈঠকের বৈঠকের পর তেমনটাই দাবি করেছে একাধিক সূত্র। তাদের দাবি, বিভিন্ন দিক থেকে পাকিস্তানের উপর চাপ আসছে। এই পরিস্থিতিতে আইসিসির দাবি মেনে খেলতে রাজি হয়েছে তারা। তবে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বা সে দেশের সরকার সরকারি ভাবে কিছু ঘোষণা করেনি। কিছু জানায়নি আইসিসিও।

রবিবার লাহোরে পাক বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক করতে যান আইসিসির দুই প্রতিনিধি ইমরান খোয়াজা ও মুবাশির উসমানি। খোয়াজা আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের সহকারী। তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা চালাতে। পুরো বিষয়টির দিকে নজর রেখেছেন আইসিসির সিইও সংযোগ গুপ্ত। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' জানিয়েছে, সেই বৈঠক হয়েছে। সেখানেই পাকিস্তানের পিছু হটার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

পাকিস্তান যে পিছু হটতে পারে তার ইঙ্গিত আগে পাওয়া গিয়েছিল। কারণ, পিসিবিই আইসিসিকে অনুরোধ করেছিল, বৈঠক করতে। অর্থাৎ, তারা এই বিষয়ে আলোচনা চেয়েছিল। ভারত-ম্যাচ বয়কটের বিষয়টি পুরোপুরি দেশের সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছে পাক

বোর্ড। তারা এর মধ্যে নাক গলায়নি। কিন্তু তার পরেও আইসিসিকে বৈঠকের অনুরোধ করে পাক বোর্ড ইঙ্গিত দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে তারা। পাক বোর্ড সূত্রেও জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপে শেষ পর্যন্ত ভারত-পাক ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভারত-ম্যাচ বয়কটের বিষয় নিয়ে রবিবার জরুরি বৈঠক ডেকেছিল আইসিসি। সেখানে পাক বোর্ড ছাড়াও আইসিসির বাকি পূর্ণ সদস্য দেশের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। যদিও এই বৈঠকের আগে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'জিয়ো নিউজ' জানিয়েছে, নকভির সঙ্গে বৈঠক করতে রবিবার সকালে লাহোরে গিয়েছেন আমিনুল। পাকিস্তান থেকেই আইসিসির ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি।

বকেয়া ডিএর দাবিতে পথে সরকারি কর্মীরা, ভোটের অঙ্ক টেনে রাজ্যকে চাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকরের দাবিতে ফের উত্তাল কলকাতার রাজপথ। রবিবার বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটানোর দাবিতে শহরে মিছিল করলেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেয় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। আন্দোলনে সামিল হন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁও, যা রাজনৈতিক মাত্রা আরও স্পষ্ট করে তোলে।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে; অবিলম্বে বকেয়া ডিএ-র একটি অংশ মেটাতে হবে। অথচ রাজ্য সরকার সময় নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এক আন্দোলনকারী ক্ষোভ উগরে বলেন, সরকার রিভিউয়ের কথা বলছে মানেই বুঝতে পারছি, টাকা দিতে চাইছে না। কিন্তু সরকারি কর্মীরাই সরকারের প্রকল্প চালায়। আমাদের ভোট উপেক্ষা করলে তার ফল ভুগতে হবে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষের মন্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। তার নির্দেশ মানা না হলে গণতন্ত্রই প্রশ্নের মুখে পড়ে। আজ আমরা সরকারকে সেই কথাই মনে করিয়ে দিতে রাস্তায় নেমেছি।

অন্যদিকে শাসকদলের তরফে কিছুটা সংযত সুর। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে আদালত যে সময় দিয়েছে, সেটুকু তো অপেক্ষা করতেই হবে। ডিএ ইস্যু ঘিরে প্রশাসন ও কর্মীদের এই টানাপোড়েন যে আগামী দিনে আরও তীব্র হতে পারে, তা স্পষ্ট। আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি না মানা হলে বৃহত্তর কর্মসূচির পথ খোলা থাকছে। মিছিল ঘিরে পুলিশের নজরদারি থাকলেও পরিস্থিতি ছিল নিয়ন্ত্রণে।

ভোটের আগে কুলতলিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দু'পক্ষের দু'জন গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলতলি: বিধানসভা নির্বাচনের আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা নতুন মাত্রা নিল। শনিবার রাতে একটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির কর্মীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় দুই দলের দু'জন গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য এবং অন্যজন বিজেপির কর্মী। দু'জনকেই প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে একজনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিকিরহাট এলাকায় রাজনৈতিক পতাকা ও কর্মসূচি ঘিরে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। হাতাহাতি থেকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষের কর্মীরা। কয়েকজন সামান্য জখম হলেও দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে।

বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর অভিযোগ করে বলেন, আমাদের কর্মসূচি চলাকালীন পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করেই আক্রমণ করা হয়।

অন্যদিকে তৃণমূল নেতা পবন ভুইয়াঁর দাবি, বিজেপির লোকজন এলাকায় আমাদের দলীয় চিহ্ন সরিয়ে উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল। প্রতিবাদ করতেই আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যের উপর হামলা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, দু'পক্ষই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ক্যানিং এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। নতুন করে অশান্তি এড়াতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কর বাড়ছে না এখনই, বকেয়া তুলতেই কড়া পথে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার আর্থিক অঙ্ক কষে আপাতত বড় সিদ্ধান্তে যাচ্ছে না প্রশাসন। রাজস্ব ঘাটতির চাপ থাকলেও এই মুহূর্তে সম্পত্তিকর বৃদ্ধির পথে হাঁটতে নারাজ পুরকর্তারা। সূত্রের খবর, সামনে পুরসভার বাজেট পেশ হলেও মূল নজর রাখা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা কর আদায়ের দিকে।

পুরসভার অন্দরমহলে হিসেব বলছে, নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় রাজস্ব সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ফাঁক তৈরি হয়েছে। তবে এখনও অর্থবর্ষ শেষ হয়নি, সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে প্রশাসন। সম্প্রতি রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, কর বাড়ানোর আগে আমাদের নিজেদের ঘরের বকেয়া তুলতে হবে। সেখানেই বড় সম্ভাবনা রয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা যাচ্ছে, বহু ঠিকাদারের কাছেও বিপুল অঙ্কের টাকা বাকি রয়েছে। তার জেরে নতুন প্রকল্পে গতি কমেছে। কোথাও কাজ থমকে, কোথাও পরিষেবা ব্যাহত। এমনকী উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণেও প্রভাব পড়ছে বলে অভিযোগ।

এক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, টাকা না থাকলে পরিকল্পনাও মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে কর না বাড়ানোর সিদ্ধান্তের নেপথ্যে ভোটের অঙ্ক কাজ করছে কি না, সেই প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়েছেন মেয়র।

শহরে পথদুর্ঘটনা, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার সকালে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে ওভারটেক-এর জেরে দুর্ঘটনা ঘটে। বাসের নিচে ঢুকে যায় স্কুটি, গুরুতর জখম ১। ধর্মতলাগামী একটি বাস ধাক্কা মারে স্কুটারে, বাসের নীচে ঢুকে যায় স্কুটারটি। এই ঘটনায় আহত হন স্কুটারে থাকা ১ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, রেড রোডের ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে বাটানগর-ধর্মতলা রুটের একটি বাস ধাক্কা মারে এক স্কুটিকে। স্কুটিতে দু'জন ছিলেন। দুর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘাতক বাসটিকে আটক করা হয়েছে। বাসটিকে স্কুটি ওভারটেক করতে গিয়েই বাসের চাকার নিচে ঢুকে যায় স্কুটি।

অন্যদিকে রবিবার সকালে কলকাতার লেকটাউনে গাছ ভেঙে পড়ার জেরে থমকে যায় যান চলাচল। ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গাড়ি। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে লেকটাউন মিলন সংঘ ক্লাবের কাছে ভেঙে পড়ে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি গাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও লেকটাউন থানার পুলিশ, ভেঙে পড়া গাছের অংশ সরানো শুরু হয়। গতবছর জানুয়ারি মাসে প্রায় একইরকম ঘটনা ঘটেছিল দক্ষিণ কলকাতার হাজরা রোডে। পর পর উপড়ে পড়ে গাছ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রাতে আচমকাই একের পর এক গাছ ভেঙে পড়ে। রাস্তা দিয়ে সে সময় দু'টি গাড়ি যাচ্ছিল বলে খবর। আচমকা গাছ পড়ার কারণে গাড়ি দু'টি দুমড়ে মুচড়ে যায়, ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় গাড়ির কাচও। গাড়ি দু'টিতে মোট ৫ জন যাত্রী ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কালীঘাট থানার পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। গাড়ি থেকে যাত্রীদের নিরাপদে বাইরে বার করে আনা হয়।

এসআইআরে ডোমিসাইল শংসাপত্রের ব্যবহার নিয়ে কড়া নির্দেশ নির্বাচন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর,২০২৬) ঘিরে চলা জল্পনা ও বিভ্রান্তির মাঝেই স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্র বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পরিষ্কার বার্তা দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের (ডিইও) কাছে পাঠানো এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে এই শংসাপত্র এসআইআর প্রক্রিয়ায় বৈধ নথি হিসেবে বিবেচিত হবে।

নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের ১৯৯৯ সালের নির্দিষ্ট নির্দেশ মেনে ইস্যু হওয়া ডোমিসাইল সার্টিফিকেটই গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক অথবা কলকাতার ক্ষেত্রে কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত শংসাপত্র ছাড়া অন্য কোনও নথি বৈধ হবে না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ইআরও ও এইআরও-র হাতেই থাকবে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, এসআইআর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই নির্দেশ। কোথাও যেন ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ না থাকে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এই চিঠি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

নির্দেশে ডিইও-দের বলা হয়েছে, অবিলম্বে তাঁদের অধীনস্থ সব ইআরও ও এইআরও-কে বিষয়টি জানাতে, যাতে মাঠপর্যায়ে কোনও অসঙ্গতি না দেখা দেয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতেই এই কড়া অবস্থান বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলায় জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ অমিত মালব্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের কথিত জনতাত্ত্বিক বা জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য। রবিবার সমাজমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডেলে একটি পোস্টের মাধ্যমে তিনি দাবি করেন, বাংলা দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং এর পেছনে জনসংখ্যা কাঠামোর পরিবর্তন একটি বড় কারণ। অমিত মালব্য লিখেছেন, চারপাশে তাকিয়ে দেখুন; আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না বাংলা কীভাবে বদলে যাচ্ছে? এটাই হল জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন। তিনি জানান, তাঁর তথ্যচিত্র সিরিজ 'দ্য সাইলেন্ট

ইনভেশন' -এর তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে এই বিষয়টিকেই গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।

নিজের বিবৃতিতে তিনি বলেন, যেকোনও সভ্যতা ততক্ষণই সুরক্ষিত থাকে, যতক্ষণ সে নিজের পরিচয় রক্ষা করতে পারে। তাঁর মতে, অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ কেবল জনসংখ্যার অনুপাতকেই প্রভাবিত করে না, বরং ধীরে ধীরে সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, উৎসব এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার ভারসাম্যকেও বদলে দেয়। ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে মালব্য বলেন, যে সমাজ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে, তারা প্রথমে নিজেদের পরিচয় হারায় এবং পরে নিজেদের কণ্ঠস্বরও হারিয়ে ফেলে।

বিয়ের প্রলোভনে নাবালিকার উপর নির্যাতনের অভিযোগ, নরেন্দ্রপুরে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নরেন্দ্রপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে নাবালিকার উপর দীর্ঘদিন ধরে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের আশ্বাস দেখিয়ে এক কিশোরীর বিশ্বাস অর্জন করে তার উপর শারীরিক অত্যাচার চালানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম আকাশ হালদার। অভিযোগ দায়েরের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

পরিবারের দাবি, প্রথমে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিশোরীকে সম্পর্কের ফাঁদে জড়ানো হয়। পরে সেই সম্পর্ক ভাঙার কথা বললেই ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হত। একসময় মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে গোটা বিষয়টি পরিবারের কাছে জানায় ওই নাবালিকা। এরপরই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এক তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা অভিযুক্তকে আটক করেছি। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে ধৃত যুবকের পালটা দাবি, আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। রবিবার অভিযুক্তকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশে তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মেডিক্যাল রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তদন্ত এগোনো হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছেন তারা।

দুই শিল্পনগরীর নতুন রেলের সংযোগ

হাওড়া: পূর্ব ভারতের শিল্পাঞ্চলের যাতায়াতে নতুন অধ্যায় সূচিত হল শনিবার। আসানসোল, বোকারো মেমু পরিষেবার সূচনায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভার্চুয়ালি ট্রেনের পতাকা নাড়েন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

দীর্ঘদিন ধরে সড়ক ও সীমিত ট্রেন পরিষেবার উপর নির্ভরশীল মানুষজনের কাছে এই মেমু কার্যত স্বস্তির বার্তা নিয়ে এল। শিল্প কারখানার কর্মী, প্রযুক্তিবিদ ও দৈনিক যাত্রীদের জন্য নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ গড়ে উঠল দুই রাজ্যের মধ্যে। বিশেষ করে পুরুলিয়া ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের ছোট স্টেশনগুলিতে থামার ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে নতুন গতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

নিয়মিত, সময়নিষ্ঠ ও সাশ্রয়ী এই রেলপরিষেবা বর্ষার অনিশ্চয়তাকেও অপ্রাসঙ্গিক করে দেবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। শিল্পাঞ্চলের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মসংস্কৃতিতে এই সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলেই মত পর্যবেক্ষকদের।

রবিবাসরীয় দুপুরে কলকাতার বুকে আয়োজিত হল ভিনটেজ কার র‍্যালি। ছবি: অদিতি সাহা

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আয়োজিত এবিভিপির মেডিভিশন সম্মেলনের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

আদালতের নির্দেশে শুনানি কেন্দ্রে হাজিরা দিলেন সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : অবশেষে উচ্চ আদালতের নির্দেশে রবিবার হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপিঠে হাজিরা দিলেন বীজপুরের গেরুয়া শিবিরের লড়াকু যুব নেতা সুদীপ্ত দাস। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করেন। এরপর তাঁকে কাঁচরাপাড়া পুরসভায় শুনানির জন্য ডাকা হয়। কিন্তু আদালতের নির্দেশ হয়েছে তিনি বীজপুর থানা এলাকায় ঢুকতে পারবেন না। যেহেতু কাঁচরাপাড়া পুরসভা বীজপুর থানা এলাকার মধ্যে পড়ে। এই বিষয়ে সুদীপ্ত জানান, শুনানির জন্য তিনি এসডিও এবং ইআরও-র কাছে আবেদন

করেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে গত ২৯ জানুয়ারি তাঁর কাছে নোটিস পাঠানো হয়। বারাসাতে এইআরও-র কাছে ৫০৭ নম্বর ঘরে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে গত ৩১ জানুয়ারি সেই নোটিস বাতিল হয়ে যায়। ফের তাঁকে কাঁচরাপাড়া পুরসভায় শুনানির জন্য ডাকা হয়। এরপর তিনি বাধ্য হয়ে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হন। অবশেষে আদালতের নির্দেশে এদিন তিনি শুনানি কেন্দ্রে হাজিরা দিলেন। সুদীপ্তের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের অধীনে যারা কাজ করছেন যেমন, ইআরও কিংবা এইআরও। এঁরা সবাই রাজ্য সরকারি কর্মচারী। হয়তো এঁরা শাসকদলের চাপে পড়ে নোটিস বাতিল করে দিয়েছেন। সুদীপ্তের আরও অভিযোগ, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে ভোটের তালিকায় নাম তুলতে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। বীজপুরের যুব নেতার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের কাজে যারা যুক্ত আছেন, তাঁরা সরকারি কর্মচারী। তাই ওনারা তৃণমূলের নেতাদের নির্দেশ মেনেই কাজ করেন। যার ফলে তিনি হয়রানির শিকার হলেন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, দিদিমণি কালো কোর্ট পরে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন। অথচ অভয়ার বিচার চাইতে কিংবা চাকরি প্রার্থীদের হয়ে দিদিমণি সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন না। তাঁর দাবি, বীজপুরে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে তৃণমূল। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর বিজেপি ক্ষমতায় এলে শুধু বীজপুর নয়, গোটা বাংলায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বদলে যাবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৯ই ফেব্রুয়ারি। ২৬শে মাঘ, সোমবার। অষ্টমী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 06/02/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 2173 নং এফিডেভিট বলে আমি **Navneet Kaur** ও **Navneet Kaur Saha** D/o. Gurmeet Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 06/02/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 2172 নং এফিডেভিট বলে আমি **Sudipta Sekhar Mahish** ও **Sudipta Sekhar Manish** S/o. Ashok Kumar Mahish সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রী সুশান্ত চৌধুরী** তাঁহার পিতা বিধুভূষণ চৌধুরীর নিকট হইতে ০৩-১০-২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর ব্যারাকপুর হইতে ৯৮২০ নং দলিল দ্বারা ১কাঠা ১৫ছটাক ৩৫ বর্গফুট জমি প্রাপ্ত করেন, যাহা তাহার পিতা ১৪-০৩-১৯৯০ তারিখের ১৫৮৬ নং দলিলদ্বারা গীতা রানী ভট্টাচার্যর নিকট হইতে প্রাপ্ত করেন। উক্ত গীতা রানী ভট্টাচার্য ১. সঞ্জিত কুমার চন্দ, ২. রঞ্জিত কুমার চন্দ, ৩. প্রদীপ কুমার চন্দ, ৪. মঞ্জু দেবরায়, ৫. রত্না দে ৬. লিপিকা রানী চন্দ, ৭. সুজিত চন্দ, ৮. রিক্ত রানী মজুমদার, ৯. অরুন কুমার চন্দ, ১০. নমিতা চন্দ দ্বারা ৩১.০১.১৯৮৫, ০২.০২.১৯৮৫, ১৯.০২.১৯৮৫ তারিখে ভাঙা বাজার, অসম সাবরেজিস্ট্রিকৃত অফিসে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ নং আমোক্তারনামা দ্বারা নিযুক্ত শান্তি প্রভা চন্দ, স্মৃতিকণা চন্দ, আভারানী চন্দ সং এবং দিলীপ কুমার সরকার ও দীপক কুমার সরকার দ্বারা ০৯.১১.১৯৮৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৮৩৫ নং দলিল দ্বারা ক্রয় করেন যাহার মৌজা- সোদপুর, দাগ নং-৮৮২, আর.এস খতিয়ান নং-২৪৭, এসদিএস প্লট নং- ৩৪৩এ, জমির পরিমান ৪ কাঠা। এই বিষয়ে কারোর কোনো অভিযোগ ও দাবি থাকলে এক মাসের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

যোগাযোগ
সুপ্রিতা রায় চৌধুরী
(আইনজীবী)
শক্তিপুর, পোঃ আগারপাড়া
কলকাতা-৭০০১০৯
মোঃ-৮৯৬১৪১২৮৬৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০ সালের ১৬০৭০০৭২৮ নম্বরযুক্ত মূল নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিল, যা এ.ডি.এস.আর.-বেহালা অফিসে নিবন্ধিত এবং যা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত থানা মহেশতলার মৌজা গোপালপুরস্থ, জে.এল. নং-১, আর.এস. নং-৮৭, আর.এস. খতিয়ান নং-১৩৩৫ ,এল.আর. খতিয়ান নং-৭৭৮৫, আর.এস. দাগ [illegible] সময় হারিয়ে গেছে বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়ে ০৫-০২-২০২৬ তারিখে একবালপুর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে, যার জি.ডি. এন্ট্রি নং-২৭৮, তারিখ ০৫-০২-২০২৬ ।

উক্ত দলিলের খোঁজ পাওয়া গেলে বা এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকলে তা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অদ্য হতে ১৫ দিনের মধ্যে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, এরপর আর কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না ।

মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের পক্ষে
১২, গভঃ প্লেস ইস্ট, চেম্বার-২ এবং ৩, কলকাতা-৭০০০৬৯, ফোন নং- ০৩৩ ৪৮২২ ২৯২৯
তারিখঃ ০৮.০২.২০২৬

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সেখ আকবর আলি ও ২)সেখ নিজামউদ্দিন**, উভয়ের পিতা মরহুম সেখ আব্দুল ওহাব, সকলের সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১৫/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00697/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **১)সেখ আহম্মদ আলি, ২)সেখ আলাউদ্দিন, ৩)সেখ আজমোল হোসেন**, সকলের পিতা মরহুম আব্দুল ওহাব, **৪)সাহিল আলি ও ৫)সামসের আলি**, ৪/৫ পিতা মরহুম আব্দুল গফফার, সকলের সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়গণ, বিগত ইং ১০/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01186/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(তুষার কান্তি মন্ডল** পিতা ৺কার্ত্তিক মন্ডল, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত দুইটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি ১)বিগত ইং ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01422/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **আবেদ আলি**, পিতা সেখ জাকির হোসেন, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে, **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৫৬ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৩৫১ নং তথা হাল এল.আর. ৪০১ নং দাগে শুনা জমি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ৯৮ শতকের মধ্যে ০.২২৯৭ অংশে ২৩ শতক মধ্যে ১৬ শতক তন্মধ্যে ১.৫০ শতক সম্পত্তি এবং ২)বিগত ইং ২৫/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02616/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ আজিত আলি**, পিতা সেখ রওসন আলি, সাকিম বেলেজোলপাড়া বৈঁচী, বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৩৫১ নং তথা হাল এল.আর. ৪০১ নং দাগে শুনা জমি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ৯৮ শতকের মধ্যে ৩০.২০ শতক মধ্যে হাল এল.আর. ৬৫৬ নং খতিয়ান হইতে ২.৫০ শতক এবং হাল এল.আর. ৪৩৮ নং খতিয়ান হইতে ০.৫০ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে মোট ৩ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)আবেদ আলি**, পিতা সেখ জাকির হোসেন এবং **২)সেখ আজিত আলি**, পিতা সেখ রওসন আলি, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-তুষার কান্তি মন্ডল (আমমোক্তার)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৬ মাঘ ১৪৩২ সোমবার

টুকলিতে নয়া প্রজন্মের হাত ধরে মাধ্যমিক পরীক্ষার হলে এআই, উদ্বিগ্ন পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রযুক্তির সঙ্গে বেড়ে ওঠা নয়া প্রজন্মের হাত ধরে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার হলেও ঢুকে পড়ল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মাইক্রো জেরক্স বা হাতে লেখা চিরকুটের যুগ পেরিয়ে, স্মার্টফোন-নির্ভর নকলের নতুন অধ্যায় এবার নজরে এল ২০২৬-এর মাধ্যমিকে। সূত্রে খবর, শনিবার ভূগোল পরীক্ষার দিন রাজ্যের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে উত্তর লেখার অভিযোগে ধরা পড়েছে ১২ জন পরীক্ষার্থী। তদন্তে উঠে এসেছে, তাদের মধ্যে ১১ জনই এআই-ভিত্তিক অ্যাপ বা প্ল্যাটফর্মের সাহায্য নিচ্ছিল।

এই প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এবার নকলের ধরন শুধু বদলায়নি, বরং আরও সংগঠিত হয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, পরীক্ষার্থীরা দল বেঁধে একই পদ্ধতিতে এআই ব্যবহার করছে। কলকাতা থেকে শুরু করে কোচবিহার, হুগলি, বাঁকুড়া, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে এই ঘটনার ছাপ। শনিবার কলকাতার বদরতলা হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়ে চার পরীক্ষার্থী। তারা সকলেই গার্ডেনরিচ কেশোরাম কটন মিলস হাই স্কুলের ছাত্র। কোচবিহারে দু'জন, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়ায় একজন করে পরীক্ষার্থী মোবাইল-সহ ধরা পড়েছে। পাশাপাশি পর্ষদের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, পরীক্ষার হলে এদের বেশিরভাগই অন্তর্বাসের ভিতরে বা জুতোর ভিতরে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকেছিল। তাই ধরা পড়েনি। পরে পরীক্ষক তাদের মোবাইল-সহ দেখতে পান। এদিকে, পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে মালদার মানিকচক ব্লকে বিএসএস হাই স্কুলে ঘটে যাওয়া ঘটনা। সেখানে এক শিক্ষক পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়মভঙ্গের অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছেন। গত শুক্রবার ইতিহাস পরীক্ষার দিন এক পরিদর্শককে ছাত্রদের উত্তর লিখে নিয়ে গিয়ে বলে দেওয়ার অভিযোগ সাসপেন্ড করেছে পর্ষদ। সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, পর্ষদের দেওয়া কাগজেই উত্তর লেখা, তা দেখে পরীক্ষার্থীদের বলে দিচ্ছেন অঙ্কের ওই শিক্ষক। নিয়মভঙ্গের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ২১৪-এর ২২ ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে পর্ষদ। তবে নকল নতুন নয়, কিন্তু প্রযুক্তির এই ব্যবহার শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। পরীক্ষার শুদ্ধতা রক্ষা করতে আগামী দিনে নজরদারি যে আরও কড়া হতে চলেছে, সে ইঙ্গিত স্পষ্ট।

গ্রাহকদের সাড়ে তিন কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় গ্রেপ্তার পোস্টমাস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পোস্ট অফিস থেকে গ্রাহকদের সাড়ে ৩ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের ঘটনায় আঙুল উঠল রিজেন্ট এস্টেট পোস্ট অফিসের এজেন্ট সিদ্ধার্থ করঞ্জাই এবং তৎকালীন পোস্টমাস্টার দিলীপ কুমার জানার বিরুদ্ধে। আর সেই ঘটনায় ওই পোস্ট মাস্টারকে গ্রেপ্তার করলেন লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর থানা এলাকার রিজেন্ট এস্টেট পোস্ট অফিসে সাড়ে তিন কোটি টাকার দুর্নীতি হলেও ধৃত পোস্ট মাস্টার দিলীপকুমার জানা এবং তাঁর সঙ্গী সিদ্ধার্থ করঞ্জাই মিলে শহরে ৩০ জনেরও বেশি গ্রাহকের ১০ কোটি টাকারও বেশি আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ গোয়েন্দা পুলিশের। আর সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লালবাজার। এর পিছনে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, নেতাজিনগরের এক বাসিন্দা গত ২৫ অক্টোবর যাদবপুর থানায় রিজেন্ট এস্টেট পোস্ট অফিসের এজেন্ট সিদ্ধার্থ করঞ্জাই এবং তৎকালীন পোস্টমাস্টারের বিরুদ্ধে তাঁর সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা রাখা কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর

অভিযোগ, তিনি ছাড়াও আরও ২৫ জনকেও তাদের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে পোস্ট অফিসের পাশবুক দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে পোস্ট অফিসে গিয়ে দেখেন আদৌতে তাঁর নামে কোনও অ্যাকাউন্টই নেই। এরপরেই পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং জানতে পারে যে লোকজনকে ভুয়ো পাশবুক দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এরপর তদন্ত শুরু হতেই সামনে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, দিলীপ জানা পোস্টমাস্টার থাকাকালীন তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রাহকদের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই ঘটনায় প্রথমে সিদ্ধার্থকে গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করেন। তাঁকে জেরা করে শনিবার ভোররাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় পোস্ট মাস্টার দিলীপকুমার জানাকে। তিনি এখন দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর পোস্টঅফিসের পোস্ট মাস্টার।

অভিযুক্তের পক্ষে আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য জামিনের আবেদন জানিয়ে বলেন, পোস্ট মাস্টার কোনওভাবেই এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নন। সরকারি আইনজীবী সৌরিন ঘোষাল জামিনের বিরোধিতা করে বলেন যে, পুলিশ ইতিমধ্যেই এই মামলায় অন্য এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তের প্রয়োজনে অভিযুক্ত পোস্ট মাস্টারকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার প্রয়োজন। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে অভিযুক্তকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ছাদে সৌরবিদ্যুতে গতি আনতে ঋণের টোপ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে আগ্রহ থাকলেও আর্থিক চাপ ছিল বড় বাধা, এই বাস্তবতা মেনেই নতুন পথে হাঁটতে চাইছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় ভর্তুকির পাশাপাশি এবার গৃহস্থ গ্রাহকদের জন্য ব্যাংক ঋণের দরজা খুলতে উদ্যোগী নবান্ন। এই লক্ষ্যেই আগামী মঙ্গলবার স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে, যেখানে সব রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রের খবর, ডাব্লুবিএসইডিসিএল এলাকায় 'আলোশ্রী' প্রকল্প চালু হলেও এককালীন বড় অঙ্কের টাকা আগাম দিতে বলায় বহু গ্রাহক পিছিয়ে যাচ্ছেন। এক বিদ্যুৎ কর্তার কথায়, ভর্তুকি থাকলেও শুরুর খরচটাই মানুষের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই জায়গাতেই ঋণের ব্যবস্থা হলে প্রকল্পে নতুন গতি আসবে বলে আশাবাদী রাজ্য।

ব্যাংকিং মহলের মতে, এই ধরনের সৌর প্রকল্পে গাড়ি বা বাড়ির ঋণের মতো তুলনামূলক কম সুদে অর্থ জোগানো সম্ভব। এক ব্যাংক আধিকারিক বলেন, গ্রাহক পাবেন সুবিধা, আবার ব্যাংকেরও নতুন ঋণখাত তৈরি হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভর্তুকির টাকা বাদ দিয়ে বাকি অংশের বড় অংশ ঋণ হিসেবে মিলতে পারে। রাজ্যের আশা, এতে প্রাথমিক খরচের চাপ কমবে এবং আরও বেশি মানুষ ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে এগিয়ে আসবেন। পরিবেশবান্ধব শক্তির প্রসারে এটি রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

গড়িয়ায় পুজো কমিটির অফিসে হামলা, অধরা অভিযুক্ত প্রোমোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গড়িয়া: দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ায় ঐতিহ্যবাহী নবদুর্গা পুজো কমিটির কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুঠের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত স্থানীয় প্রোমোটার অমিত গঙ্গোপাধ্যায় অধরাই রয়েছেন। পুজো কমিটির সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই এই হামলা চালানো হয়েছে। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, গত সপ্তাহে সকালে আচমকা বহু লোক নিয়ে কার্যালয়ে ঢুকে ব্যাপক তাণ্ডব চালানো হয়। অফিসের আসবাব ভাঙচুরের পাশাপাশি নগদ টাকা লুঠ এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় কমিটির একাধিক সদস্য আহত হন বলেও দাবি। পুজো কমিটির এক পদাধিকারী বলেন, আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা হলে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। অন্যদিকে অভিযুক্ত পক্ষের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, পুজো কমিটির আর্থিক হিসেব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ ছিল। যদিও স্থানীয়দের প্রশ্ন, হিসেবের গরমিল থাকলে তা আইনিভাবেই মেটানো যেত। হিংসার পথ বেছে নেওয়ার কারণ নিয়েই উঠছে ধোঁয়াশা। ঘটনার পর নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে। আপাতত পুজো কমিটির অফিসের সামনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ নজরদারি থাকবে।

গোধূলি...। প্রিন্সেপ ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

কেন্দ্রের উন্নয়ন বনাম রাজ্যের ব্যর্থতা তুলে ধরলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবারে এক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কড়া তুলনা টানলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কৃষি, প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসনিক পরিস্থিতির ছবি। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষকদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, প্রতি কৃষকের জন্য প্রায় ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে নারকেল গাছের গুণগত মান ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রকল্প সফল করতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতাকে অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও রাজ্য পিছিয়ে বলেই দাবি তাঁর। ড. মজুমদারের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আইটি ও ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। অথচ রাজ্য বাজেটে আধুনিক প্রযুক্তি বা সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে কোনও স্পষ্ট দিশা নেই। তাঁর অভিযোগ,

রাজ্য সরকারের আগ্রহ সীমাবদ্ধ।

রাজ্যে বাঙালিদের উপর হামলা ও পরিযায়নের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তৃণমূল আজ বাঙালির সবচেয়ে বড় শত্রু। রেজিনগর ঘটনার উল্লেখ করে শাসকদলের মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্র নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, মেডিক্যাল কলেজগুলির অবস্থা শোচনীয়। প্রতিবাদ করলেই ছাত্রদের ভয় দেখানো হচ্ছে। রাজ্যে ভয় ও দমননীতির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। শেষে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপির সংকল্পপত্রের জন্য মতামত জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনতার অংশগ্রহণেই গড়ে উঠবে উন্নত ও সুরক্ষিত বাংলা।

বিপজ্জনক ও জীর্ণ বাজার নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ পুরসভা, সংস্কার না হলে বন্ধের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের একাধিক বাজার আজ কার্যত ঝুঁকির উপর দাঁড়িয়ে। পুরসভার নজরে এবার শুধু পুর-মালিকানাধীন বাজার নয়, বেসরকারি বাজারগুলিও। কলকাতা কর্পোরেশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে; জীর্ণ ভবনের সংস্কার অবিলম্বে শুরু করতে হবে, নচেৎ বাজার বন্ধের পথে হাঁটবে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই একাধিক বেসরকারি বাজারের মালিকদের কাছে কড়া নোটিস পাঠানো শুরু হয়েছে।

কালীঘাট, যদুবাবু, অমিয়বাবু ও বউ বাজার; এই বাজারগুলির কাঠামো দীর্ঘদিন ধরেই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। অথচ মালিকপক্ষ ও দোকানদারদের টানাপোড়েনে সংস্কার থমকে আছে। ফলে প্রতিদিন ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই বাজারগুলিতে যাতায়াত করছেন। অতীতে ছাদ বা চাঙর ভেঙে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। সম্প্রতি পুরসভার অধিবেশনে বিষয়টি তোলেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট ভাষায় জানান, অনুরোধ করে আর কাজ হচ্ছে না। মানুষের নিরাপত্তাই এখন অগ্রাধিকার। সংস্কার না হলে বাজার বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

মেয়রের আরও বক্তব্য, আইনি দিক খতিয়ে দেখে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, যারা সংস্কারে এগোবেন, তাঁদের জন্য অতিরিক্ত ফ্লোর এরিয়া ও বাড়তি তলা নির্মাণের সুযোগ দেবে কর্পোরেশন। প্রশাসনের এই অবস্থানে শহরের বাজারগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

বসন্তের দোরগোড়ায় ফের শীতের ফিরে আসা বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফেব্রুয়ারির শুরুতে দাঁড়িয়েও পিছু ছাড়ছে না শীত। কয়েকদিনের উষ্ণতার পর ফের ঠান্ডা হাওয়ার দাপটে কাঁপতে শুরু করেছে বাংলা। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আপাতত এই শীতের রেশ কাটার কোনও তাড়া নেই। বরং আগামী কয়েক দিনে রাতের তাপমাত্রা আরও নামতে পারে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৪ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে রাজ্যে। তার প্রভাবেই আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। তাঁর সংযোজন, দিনের বেলায় রোদ থাকলেও ভোর ও রাতের শীত বেশ টের পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে কুয়াশার তেমন দাপট নেই। আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে বলে পূর্বাভাস। তবে সকালের দিকে হালকা ঠান্ডার আমেজ বজায় থাকবে সর্বত্র। মাঘের শেষ আর ফাল্গুনের শুরুতে দাঁড়িয়ে শীতের এই প্রত্যাবর্তন অনেককেই অবাক করছে। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা ছিল কল্যাণী ও সিউড়ি। কলকাতায়ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমেছে। যদিও আবহাওয়াবিদদের মতে, এই শীত বেশিদিন টিকবে না।

ব্যারাকপুরে তৃণমূল কাউন্সিলরের লাথিতে বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ
গোটা বাংলা জুড়েই তৃণমূল নেতাদের দাদাগিরি চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল কাউন্সিলরের লাথিতে বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যারাকপুর মণিরামপুরে। মৃতের নাম তুলসি অধিকারী (৮১)। প্রসঙ্গত, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করেছিলেন ওই বৃদ্ধ। অভিযোগ, পুরসভায় অভিযোগ জানাতেই স্থানীয় কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রোষানলে পড়তে হল ওই বৃদ্ধকে। মৃতের ছোট ছেলে হেমন্ত অধিকারী জানান, এদিন সকালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁকে ডাকেন। তাঁকে না জানিয়ে কেন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পুরসভার বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরসভায় অভিযোগ জানানোয় উনি ক্ষেপে গিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন কাউন্সিলর। তিনি আরও জানান, বাবা বিষয়টি জানতে পেরে কাউন্সিলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। মহাদেবানন্দ কলেজের সামনে চায়ের দোকানে তখন কাউন্সিলর বসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলাকালীন কাউন্সিলর বাবাকে গালিগালাজ করেন। বাবা রেগে গিয়ে কাউন্সিলরের জামার কলার ধরেন। হেমন্তর অভিযোগ, বাবাকে সপাটে লাথি মারেন কাউন্সিলর। তখন বাবা রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ বাবাকে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট জগদীশ চন্দ্র বোস হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে মৃতের পরিবারের তরফে ব্যারাকপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করায় কাউন্সিলরের লাথিতে প্রাণ গেল ৮১ বছরের এক বৃদ্ধর। গোটা বাংলা জুড়েই তৃণমূল নেতাদের দাদাগিরি চলছে। তাঁর অভিযোগ, মণিরামপুর বর্ধিষ্ণু পরিবারের বসবাস। কিন্তু কাউন্সিলরের জন্য ওখানকার পরিবেশ পুরো নষ্ট হয়ে

গিয়েছে। ওখানে সান্দামকে নিয়ে সিন্ডিকেটরাজ চালাচ্ছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, তুলসি অধিকারী চায়ের দোকানে এসে তাঁকে গালিগালাজ করেন এবং জামার কলার টেনে ধরেন। উনি অসুস্থ ছিলেন। চিৎকার চেঁচামেচি করায় উল্টোদিকে সবজির দোকানের সামনে উনি পড়ে গিয়েছিলেন। ওনাকে তিনি কোনওরকম আঘাত করেননি।

শিক্ষায় বেসরকারিকরণের কৌশল স্পষ্ট রাজ্য বাজেটে

শুভাশিস বিশ্বাস

জনশিক্ষার সর্বনাশ করে শিক্ষায় বেসরকারিকরণের কৌশল স্পষ্ট রাজ্যের বাজেটে। বরাদ্দও খরচ করা হচ্ছে না। কর্মসংস্থানেরও কোনও দিশা নেই। রাজ্য বাজেট পেশ করার পর এমনটাই জানিয়েছেন এসএফআই রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্যী ও দেবাঞ্জন দে। প্রায় একই সুর এবিটিএ'র সম্পাদক সুজিত দাসের গলাতেও। পাশাপাশি এসএফআই নেতৃবৃন্দ রাজ্য বাজেট সম্পর্কে জানান, কেন্দ্রের দেখানো পথেই পেশ হয়েছে রাজ্যের বাজেট। জনশিক্ষা বা সকলের লেখাপড়া করার ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, শিক্ষায় ব্যাপক বেসরকারিকরণের রাস্তা খুলে দেওয়া হচ্ছে।

আর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, রাজ্যের বাজেটকে ঘিরে ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষক সংগঠনের ক্ষোভ নিছক আবেগ নয়, বরং একটি গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকেত। বরাদ্দ থাকলেও অর্থ খরচ না হওয়া, কর্মসংস্থানের কোনও দিশা না থাকা এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করা, সব মিলিয়ে এটি জনশিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে এক অশনি সংকেত। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদদের একাংশ এও জানান, রাজ্যের বাজেট নথিতে দেখা গিয়েছে শিক্ষা, ক্রীড়া এবং শিল্প-সংস্কৃতি খাতে গত বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৫০,৫৫৯ কোটি টাকা। কিন্তু খরচ করা হয়েছে মাত্র ৩৬ হাজার ২৬২ কোটি টাকা। আগামী অর্থবর্ষে এই খাতে ৫১ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর এই প্রসঙ্গকে সামনে এনে দেবাঞ্জন দে এও জানান, বাজেটে দেখা যাচ্ছে যে গত অর্থবর্ষে যে বরাদ্দ করা টাকা তার বিপুল অংশ খরচই করা হয়নি। তাহলে সেই টাকা গেল কোথায়? কেন খরচ করা হল না? এদিকে প্রয়োজন যে রয়েছে তার উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। খুব স্পষ্টভাবে বললে ৫০,৫৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৬,২৬২ কোটি খরচ হওয়ার অর্থ প্রায় এক-চতুর্থাংশ অর্থ অব্যবহৃত থেকে গেছে। নতুন অর্থবর্ষে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে দেয়, বরাদ্দের অঙ্ক কেবল কাগজে-কলমে থেকে যাবে। এই অঙ্ক আসলে জনশিক্ষার

প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার অভাবকে নগ্ন করে দিয়েছে। সঙ্গে তিনি তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, গোটা বাজেটের কোথাও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কথা নেই। পড়াশোনা শেখার পর কর্মসংস্থানের কি হবে এ তারও উল্লেখ নেই এই বাজেটে।

এরই পাশাপাশি বাজেট নিয়ে ক্ষোভ ধরা পড়েছে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ)'র সম্পাদক সুজিত দাসের গলাতেও। তিনি জানান, সারা ভারতের সব রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম ডিএ দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের। এমনকী শিক্ষায় বরাদ্দও খরচ করছে না সরকার। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার কারণেই বহু ছাত্রছাত্রী নবম শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করে তারপর পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। এমনকী উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পরে কলেজে ড্রপ আউটের সংখ্যা ভয়াবহ। এরই রেশ ধরে তিনি এও জানান, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে সরকার। মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থা ভঙ্গুর। পাশাপাশি আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও অত্যন্ত সংকটজনক। বরাদ্দ টাকা চাইলেই সরকার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে লাগাতে পারত। কিন্তু সরকার তা চায় না। সঙ্গে এও জানান, এখানেই শেষ নয়, সরকারি ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধনই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। সরকার চায় শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ। এরা চায় না সকলের ঘরে শিক্ষা পৌঁছে যাক। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদদের একাংশ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের প্রতিক্রিয়া, এর ফলে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। আর সরকারি শিক্ষা দুর্বল হলে নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো শিক্ষার সুযোগ হারাবে। আর পড়াশোনার পর চাকরির সুযোগ না থাকলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। ফলে দেখা দেবে কর্মসংস্থানে সংকট। শুধু তাই নয়, এর ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অব্যবহৃত বরাদ্দ সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করবে। যা আদতে এক সাংস্কৃতিক ক্ষয়। আর এভাবে সরকারি শিক্ষা ভেঙে দিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রকে এগিয়ে দেওয়া আসলে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের পথে ঠেলে দেওয়া। সঙ্গে তাঁরা এও জানান, বরাদ্দ থাকলেও তা খরচ না হওয়া, শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা, ছাত্রছাত্রীদের ড্রপ আউটের ভয়াবহতা প্রমাণ করে সরকার জনশিক্ষাকে ধ্বংস করে বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করছে। শিক্ষা যদি ব্যবসায় পরিণত হয়, তবে সমাজে বৈষম্য আরও গভীর হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কর্মশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

সম্পাদকীয়

ছাব্বিশের ভোটে আবাস যোজনার দুর্নীতিকে বড় হাতিয়ার করছে বিজেপি

পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। তবে সব রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এই আবহে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' পেশ করল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমনই অভিনব ঘটনা দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনের কার্যকলাপ নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' পেশ করছে বিজেপি। আপাতত রাজ্যের ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত এই 'চার্জশিট' পেশ করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির স্থানীয় সমস্যাগুলির কথা যেমন তুলে ধরা হচ্ছে, তেমনই দুর্নীতি, প্রশাসনিক ত্রুটি, সাধারণ মানুষের সমস্যার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গ বিজেপি খবর, এখনও পর্যন্ত ৬৫টি চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। রাজ্যের বাকি বিধানসভা অঞ্চলগুলিতেও চার্জশিট তৈরি করা হচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যেই সারা রাজ্যে চার্জশিট পেশ করা হবে। শাসক দলকে চাপে ফেলার লক্ষ্যে রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও শাসক দলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ রয়েছে, তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ে শাসক দলের কাছ থেকে জবাব তলব করা হচ্ছে। এই প্রচার কৌশলে সাধারণ মানুষকে পাশে পাওয়া যাবে বলে আশায় বিজেপি। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ কাজে লাগাতে দুর্নীতি, কর্মসংস্থানের অভাব, নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ, প্রশাসনিক সমস্যার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। ভোটের সময় বুথ দখলের অভিযোগ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় রাজনৈতিক সংঘাত, অবৈধ বালি খাদান এবং বিরোধী দলের কর্মীদের ভয় দেখানোর অভিযোগকে শাসন ব্যবস্থার উদ্বেগের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজেপির বড় হাতিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি। বিভিন্ন জায়গায় আবাস যোজনার টাকা দেরিতে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষের ক্ষোভ কাজে লাগাতে চায় বিজেপি।

শব্দছক ৬৭

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. তৃষ্ণা ৩. গনেশঠাকুর ৬. নিমিত্ত ৭. জল ৮. মুম্বাই-এর উপকণ্ঠে এক পুরানো শহর ১০. বিশে ১২. আকাশের রং ১৩. বনাগ্নি ১৫. ফজলি আমে বিখ্যাত উত্তরবঙ্গীয় স্থান ১৭. নাও-এর কাব্যিক ব্যবহার ২০. অরণ্য ২১. ডালিম ২২. দড়ি ২৪. প্রকোষ্ঠ ২৫. সরকার সম্পর্কিত ২৬. কামদেব

ওপর-নিচ: ১. পানের পিক ফেলার পাত্র ২. আকারযুক্ত ৩. বহুজনের একসঙ্গে বিবাহ ৪.মাখন ৫. কোমল ৯. ঝাড়খণ্ডের বনভূমি সংখ্যাধিক্যে হাতি ১১. পাট-জাতীয় গাছ ১৩. ঋণগ্রহীতা ১৪. সুন্দরী রমনী ১৬. ভগ্নাংশের উর্দ্ধাংশ ১৮. প্রত্যেক দিন ১৯. রস-বিহীন ২১. দেহের সুখানুভূতি ২৩. মস্তক

সমাধান ৬৬ — পাশাপাশি: ১. প্রথা ২. পক্ষপাত ৪. হাট ৬. পদতল ৮. পাদপ ১০. তিল ১১. শিশির ১২. ছুরিকা ১৪. কচি ১৬. চাটনী ১৭. আটচালা ১৯. লেক ২০. কনিয়াক ২১. পাঠ

ওপর-নিচ : ১. প্রজাপতি ২. পটল ৩. পাশাপাশি ৪. হাত ৫. সাপ ৭. দলছুট ৯. দরকচা ১৩. রিলিফিনি ১৫. চিলাকোঠা ১৬. চাকা ১৭. আলোক ১৮. টক

আজকের দিন

- **১৯৮৪** — সোভিয়েত নেতা ইউরি আন্দ্রোপভ মারা যান।
- **১৯৯৬** — রাসায়নিক মৌল ১১২, যা পরবর্তীতে কোপার্নিশিয়াম (Cn) নামে পরিচিত, জার্মানিতে সংশ্লেষিত হয়েছিল।
- **১৯৯৬** — আইআরএ লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১৮ মাসের যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটায়।

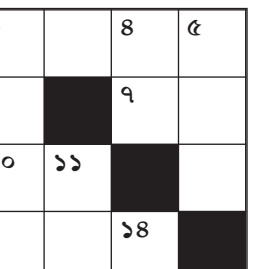

জন্মদিন

- **১৯২৯** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এ আর আন্তুলের জন্মদিন।*
- **১৯৫৮** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অমৃতা সিংয়ের জন্মদিন।*
- **১৯৬৮** *বিশিষ্ট অভিনেতা রাহুল রায়ের জন্মদিন।*

অমৃতা সিং

ভাতা-রাষ্ট্রের মায়াবী ফাঁদ

এক জনপদের আত্মবিস্মৃতির দস্তাবেজ

সুদীপ ঘোষ

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ফরাসি দার্শনিক আলেক্সিস দ্য তোকভিল একদা এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন, যাকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন 'মৃদু স্বৈরতন্ত্র' হিসেবে। তাঁর আশঙ্কা ছিল এমন এক শাসনব্যবস্থার, যা নাগরিকদের ওপর চাবুক বা বন্দুকের নল দিয়ে শাসন করবে না; বরং তা নাগরিকদের ইচ্ছা, সংকল্প আর স্বাধীন সত্তাকে এক পরম মায়াবী জালের আড়ালে ঢেকে দেবে। পশ্চিমবঙ্গ নামক এই পলিবিধৌত বদ্বীপটি আজ যেন তোকভিলের সেই তাত্ত্বিক পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র আর কেবল পরিকাঠামো নির্মাতা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী নয়; রাষ্ট্র এখানে এক সর্বগ্রাসী 'অভিভাবক', যে তার নাগরিকদের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে নয়, বরং চিরস্থায়ী নাবালক হিসেবে পালন করতে ইচ্ছুক। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য রাজ্য বিধানসভায় যে চার লক্ষ ছয় হাজার কোটি টাকার অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয়েছে, তা কেবল কিছু সংখ্যার সমাহার নয়; এটি একটি জাতির আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে 'ভাতা' বা দাক্ষিণ্যের ওপর বেঁচে থাকার এক ঐতিহাসিক দলিল।

এই দলিলে আমরা যা দেখছি, তা কোনো আকস্মিক অর্থনৈতিক দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি সুচিন্তিত রাজনৈতিক দর্শন, যেখানে 'অধিকার'-এর স্থান দখল করেছে 'অনুদান'। নাগরিক যখন করদাতা থেকে কেবল 'উপভোক্তা'য় পর্যবসিত হয় এবং সেই উপভোক্তার চাহিদাও যখন রাষ্ট্রই নির্ধারণ করে দেয়;কখন সে কত টাকা পাবে;তখন গণতন্ত্রের মৌলিক সংজ্ঞাই বদলে যায়। রাষ্ট্র যখন তার নাগরিকদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেয়, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাকে জনকল্যাণ মনে হতে পারে। কিন্তু যখন সেই অর্থের উৎস হয় বিপুল ঋণ এবং সেই ব্যয়ের মূল্য চোকাতে হয় কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন আর শিক্ষার মান বিসর্জন দিয়ে, তখন তা আর কল্যাণ থাকে না; তা হয়ে দাঁড়ায় এক আফিমের নেশা। রোমান সম্রাটরা একেই বলতেন 'রুটি ও সার্কাস'। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আজ সেই রুটি ও সার্কাসের খেলা চলছে পুরোদমে, যেখানে বিভিন্ন ভাতার প্রকল্পগুলো সেই রুটির জোগান দিচ্ছে, আর রাজনৈতিক মেলা-খেলা জোগাচ্ছে সার্কাসের উত্তেজনা।

রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে যে কেউ এক অদ্ভুত বিভ্রমের শিকার হতে পারেন। অর্থমন্ত্রী বাজেটে যে বিশাল ব্যয়ের ফর্দ পেশ করেছেন, তার অন্তঃসার আসলে ঋণের বালুকণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ আট লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, যা এক অকল্পনীয় বোঝা। এই ঋণের ভার যখন রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে মাপা হয়, তখন দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বড় রাজ্যগুলোর মধ্যে অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থানে রয়েছে;প্রায় উনচল্লিশ শতাংশের ঘরে। এই পরিসংখ্যানের পেছনের সত্যটি হলো, রাষ্ট্র তার দৈনন্দিন খরচ চালাতেই হিমশিম খাচ্ছে। 'রাজস্ব ঘাটতি' কমানোর যে দাবি সরকার করছে, তা বহুলাংশেই এক গাণিতিক কারসাজি। যখন মূলধনী ব্যয়ের বা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের একটি বড় অংশই খরচ হয়ে যায় পুরনো ঋণের কিস্তি ও সুদ মেটাতে, তখন তাকে আর প্রকৃত উন্নয়ন বলা চলে না। বাজেটে রাস্তা, সেতু বা হাসপাতাল তৈরির জন্য যে টাকা বরাদ্দ থাকে, তার একটি বিশাল অংশ চলে যায় মহাজনের পাওনা মেটাতে। অর্থনীতির ভাষায় একেই বলে 'ঋণের ফাঁদ'। যখন একটি রাষ্ট্রকে পুরনো ঋণের সুদ মেটানোর জন্য নতুন করে ঋণ নিতে হয়, তখন বুঝতে হবে সেই রাষ্ট্র দেউলিয়া হওয়ার পথে হাঁটছে। গ্রিসের অর্থনৈতিক সংকটের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের লাগামহীন ব্যয় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে ধসিয়ে দিয়েছিল।

বাজেটে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক সুরক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের প্রায় ছেচল্লিশ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি উন্নয়নশীল রাজ্যে, যেখানে পরিকাঠামোর অভাব প্রকট, সেখানে মোট বাজেটের প্রায় অর্ধেকই যদি অনুদান বা সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় হয়, তবে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টি হবে কোথা থেকে? বিভিন্ন প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে কোষাগার থেকে বছরে যে বিপুল অর্থ বেরিয়ে যাবে, সেই অর্থ যদি শিল্পায়নে বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনে ব্যয় করা হতো, তবে হয়তো কয়েক লক্ষ মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থান হতো। কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টি সময়সাপেক্ষ, আর ভাতা প্রদান তাৎক্ষণিক। ভোটের রাজনীতিতে তাৎক্ষণিক তুষ্টিই শেষ কথা।

> পশ্চিমবঙ্গের এই পরিস্থিতির শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত, যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'দল-সমাজ' বা 'পার্টি-সোসাইটি' বলে অভিহিত করেছেন। এটি এমন এক ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক দল কেবল ক্ষমতার শীর্ষে থাকে না, বরং তা সমাজের প্রতিটি স্তরে;পারিবারিক বিবাদ মেটানো থেকে শুরু করে সরকারি সুযোগ-সুবিধা বণ্টন পর্যন্ত; মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। বর্তমান শাসনে এই কাঠামোটি আরও বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং নগদ-নির্ভর হয়ে উঠেছে। আগে যেখানে মতাদর্শ বা জমির অধিকার নিয়ে রাজনীতি হতো, এখন সেখানে রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে সরাসরি নগদ হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে। সরকারি প্রকল্পগুলো আপাতদৃষ্টিতে সার্বজনীন মনে হলেও, এর বাস্তবায়ন এবং প্রচারের পুরো দায়িত্বটি দলীয় কর্মীদের হাতে ন্যস্ত। ফলে, রাষ্ট্রের দেওয়া টাকাও জনগণের কাছে মনে হয় দলের দান।

এই পরিস্থিতির দার্শনিক বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের তাকাতে হয় জার্মান চিন্তাবিদ হান্না আরেন্টের দিকে। তিনি মানুষের কর্মজীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছিলেন 'শ্রম', 'কর্ম' এবং 'সক্রিয়তা'। 'শ্রম' হলো মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জৈবিক প্রক্রিয়া;বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া-পরা। এর কোনো স্থায়ী ফল নেই। 'কর্ম' হলো এমন কিছু সৃষ্টি করা, যা মানুষের নশ্বর জীবনের পরেও টিকে থাকে। আর 'সক্রিয়তা' হলো মানুষের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সত্তা, যেখানে সে অন্যের সঙ্গে মিলে নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 'ভাতা-সংস্কৃতি' বাঙালির 'কর্ম' এবং 'সক্রিয়তা'-কে হত্যা করে তাকে কেবল 'শ্রম'-এর স্তরে নামিয়ে এনেছে। যখন একজন যুবককে রাষ্ট্র মাসে কিছু টাকা দেয় কোনো কাজ না করার শর্তে, তখন রাষ্ট্র তাকে পরোক্ষভাবে বলছে যে তার কিছু সৃষ্টি করার দরকার নেই, তার সমাজকে কিছু দেওয়ার দরকার নেই, সে কেবল বেঁচে থাকুক। এই অর্থ তাকে না পারে স্বাবলম্বী করতে, না পারে তাকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে। এটি কেবল তাকে জৈবিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার রসদ জোগায়। হান্না আরেন্ট একেই বলেছিলেন 'শ্রমজীবী প্রাণী', যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো ভোগের মাধ্যমে বেঁচে থাকা।

নারীদের ভাতার ক্ষেত্রেও একই দর্শন কাজ করছে। নগদ টাকা নিশ্চয়ই কিছু সাময়িক স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু তা কি নারীকে প্রকৃত অর্থে স্বাবলম্বী করে? নাকি তাকে রাষ্ট্রের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল করে তোলে? যখন একজন নাগরিক জানেন যে তাঁর আয়ের প্রধান উৎস কোনো উৎপাদনশীল কাজ নয়, বরং সরকারের দাক্ষিণ্য, তখন তাঁর মধ্যে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের স্পৃহা স্তিমিত হয়ে যায়। তিনি তখন আর নাগরিক থাকেন না, তিনি হয়ে যান কেবলই একজন উপভোক্তা। আরেন্টের দর্শনে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণই হলো মানুষের স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আজ রাজনীতি মানেই হলো ভাতার লাইন। এখানে নাগরিকরা সমবেত হয় কোনো নতুন নীতি নিয়ে তর্ক করতে নয়, বরং সরকারি ক্যাম্পে ফর্ম জমা দিতে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ তার রাজনৈতিক সত্তা হারিয়ে ফেলে। সে আর প্রশ্ন করে না কেন রাজ্যে শিল্প নেই, কেন মহার্ঘ ভাতা বকেয়া পড়ে আছে, কেন শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে। সে কেবল জানতে চায়;আমার ভাতার টাকাটা কবে ঢুকবে? এটি হলো একটি জাতির দার্শনিক মৃত্যু, যেখানে সৃষ্টির আনন্দকে ভোগের নেশা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাতা থেকে যদি আমরা মনোবিজ্ঞানের আঙিনায় প্রবেশ করি, তবে দেখব 'অর্জিত অসহায়ত্ব'-এর তত্ত্বটি কীভাবে বর্তমান জনমানসের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যদি কোনো প্রাণীকে বারবার এমন পরিস্থিতির মধ্যে রাখা হয় যা থেকে পালানোর কোনো পথ নেই, তবে একসময় সে পালানোর চেষ্টা করাই ছেড়ে দেয় এবং নিজের অসহায়ত্বকে মেনে নেয়। পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবসমাজ আজ এই 'অর্জিত অসহায়ত্ব'-এর শিকার। বছরের পর বছর ধরে নিয়োগ দুর্নীতির খবর এবং শিল্পের খরার মধ্যে থাকতে থাকতে তারা এক গভীর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তেই রাষ্ট্র তাদের সামনে হাজির হয়েছে সামান্য ভাতার প্রস্তাব নিয়ে। এই টাকা কোনো সম্মানজনক জীবিকা নয়, এটি এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সান্ত্বনা পুরস্কার। রাষ্ট্র যেন বলছে, চাকরি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এই সামান্য দানেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়া মানুষের আত্ম-কার্যকারিতার বোধকে ধ্বংস করে দেয়। যখন একজন তরুণ দেখেন যে তাঁর যোগ্যতা বা পরিশ্রমের কোনো মূল্য নেই, এবং বেঁচে থাকার জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত দলীয় দাদার সুপারিশে ভাতার ফর্মই ভরতে হচ্ছে, তখন তাঁর মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় যে জীবনের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে নেই। এই বিশ্বাসই হলো তোষামোদী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় পুঁজি। কারণ একজন আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী নাগরিক প্রশ্ন করতে পারে, বিদ্রোহ করতে পারে। কিন্তু একজন 'অসহায়' ভাতাভোগী নাগরিক সর্বদা ভয়ে থাকে;পাছে তার ভাতা বন্ধ হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের এই পরিস্থিতির শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত, যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'দল-সমাজ' বা 'পার্টি-সোসাইটি' বলে অভিহিত করেছেন। এটি এমন এক ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক দল কেবল ক্ষমতার শীর্ষে থাকে না, বরং তা সমাজের প্রতিটি স্তরে; পারিবারিক বিবাদ মেটানো থেকে শুরু করে সরকারি সুযোগ-সুবিধা বণ্টন পর্যন্ত;মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। বর্তমান শাসনে এই কাঠামোটি আরও বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং নগদ-নির্ভর হয়ে উঠেছে। আগে যেখানে মতাদর্শ বা জমির অধিকার নিয়ে রাজনীতি হতো, এখন সেখানে রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে সরাসরি নগদ হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে। সরকারি প্রকল্পগুলো আপাতদৃষ্টিতে সার্বজনীন মনে হলেও, এর বাস্তবায়ন এবং প্রচারের পুরো দায়িত্বটি দলীয় কর্মীদের হাতে ন্যস্ত। ফলে, রাষ্ট্রের দেওয়া টাকাও জনগণের কাছে মনে হয় দলের দান। এই ব্যবস্থায় এক ভয়াবহ মক্কেলতন্ত্র গড়ে উঠেছে। জনগণ এখানে নাগরিক নয়, তারা দলের 'মক্কেল'। মক্কেল যেমন তার উকিলের ওপর নির্ভর করে, তেমনি নাগরিকরাও তাদের বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় দলীয় নেতার ওপর নির্ভর করে। এই নির্ভরতা তৈরির জন্যই রাষ্ট্র সচেতনভাবে এমন নীতি গ্রহণ করে যাতে মানুষ স্বাবলম্বী না হতে পারে। কারণ মানুষ স্বাবলম্বী হলে মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে শাসকরা যখন দেখতেন যে তাঁরা সাম্রাজ্যের সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম, তখন তাঁরা নাগরিকদের বিনামূল্যে গম বিতরণ করতেন এবং গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াইয়ের আয়োজন করতেন। উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ভুলিয়ে রাখা। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সংস্কৃতি সেই রোমান মডেলেরই এক আধুনিক সংস্করণ। একদিকে ভাতার 'রুটি', আর অন্যদিকে উৎসব আর কার্নিভালের 'সার্কাস'। এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর যুক্তিবাদী চিন্তা। যখন নিয়োগ দুর্নীতির পাহাড় জমে ওঠে, যখন যোগ্য প্রার্থীরা রাস্তায় বসে দিনের পর দিন অনশন করেন, তখন রাষ্ট্র তাদের দিকে তাকায় না। কিন্তু উৎসব কমিটিগুলোর জন্য অনুদান ঘোষণা করতে রাষ্ট্রের হাত কাঁপে না। কারণ উৎসব মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, আর শিক্ষা মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়। বাজেটে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে জনমোহিনী প্রকল্পগুলো। এটি কেবল অর্থের অপচয় নয়, এটি হলো একটি প্রজন্মের মেধা ও মননের অপচয়।

সরকারের এই 'দাতা' মূর্তির ঠিক উল্টো পিঠেই রয়েছে এক 'নির্দয় নিয়োগকর্তা'র মুখ। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে যে, কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা কোনো দয়া বা অনুদান নয়, এটি তাদের আইনত অধিকার। তহবিলের অভাব কোনো অজুহাত হতে পারে না। অথচ যে সরকার ভাতার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারে, সেই সরকারের কাছে নিজের কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা মেটানোর টাকা থাকে না;এটি এক চরম প্রহসন। এই দ্বিচারিতাই প্রমাণ করে যে সরকারের অগ্রাধিকার কোথায়। সরকারি কর্মচারীরা সংখ্যায় কম, তাই ভোটব্যাংকের হিসেবে তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব নেই। রাষ্ট্র এখানে আদর্শ নিয়োগকর্তার ভূমিকা পালন না করে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই 'ভাতা-রাষ্ট্রের' ট্র্যাজেডি কেবল অর্থনীতির নয়, এটি একটি দার্শনিক ট্র্যাজেডি। আমরা এমন এক সমাজ তৈরি করেছি যেখানে 'সাফল্য' মানে নিজের পায়ে দাঁড়ানো নয়, বরং সরকারি তালিকায় নিজের নাম ওঠানো। তোকভিল যে 'মৃদু স্বৈরতন্ত্রের' ভয় পেয়েছিলেন, তা আজ আমাদের বসার ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমাদের স্বাধীনতা আজ সামান্য অর্থের বিনিময়ে বন্ধক। কিন্তু ইতিহাস বলে, কোনো জনমোহিনী ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হয় না। যখন রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়, যখন ঋণের ভারে আর চলা যায় না, তখন সেই মায়াবী চাদর সরে যায় এবং বাস্তব তার নিষ্ঠুর রূপ নিয়ে হাজির হয়। পশ্চিমবঙ্গের সামনে এখন দুটি পথ খোলা। এক, এই আত্মঘাতী পথে হেঁটেই দেউলিয়া হওয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাঁধে এক ঋণের পাহাড় চাপিয়ে দেওয়া। দুই, এক কঠিন ও বেদনাদায়ক সংস্কারের পথে হাঁটা, যেখানে ভাতার বদলে কর্মসংস্থান, খয়রাতির বদলে শিল্পায়ন এবং তোষামোদের বদলে মেধার কদর হবে। হান্না আরেন্ট বলেছিলেন, মানুষের সবচাইতে বড় ক্ষমতা হলো 'নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা'। পশ্চিমবঙ্গ কি পারবে তার পুরনো অভ্যাস ঝেড়ে ফেলে নতুন করে শুরু করতে? নাকি আমরা সেই অর্জিত অসহায়ত্বের আফিম খেয়েই ঘুমিয়ে থাকব? উত্তরটা বাজেটের পাতায় নেই, উত্তরটা আছে আমাদের বিবেকের কাছে। যতদিন আমরা প্রশ্ন না করব, যতদিন আমরা 'রুটি আর সার্কাস'-এ সন্তুষ্ট থাকব, ততদিন এই মায়াবী ফাঁদ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। বাংলা একসময় ভারতকে ভাবতে শিখিয়েছিল, আর আজ বাংলা কেবল চাইতে শিখেছে। এই পতন কেবল অর্থনীতির সূচকে মাপা যায় না, এটি মাপা হয় মেরুদণ্ডের বক্রতায়;এবং সেই বক্রতা আজ বড়ই প্রকট।

চর্চাবাসর ৭৩

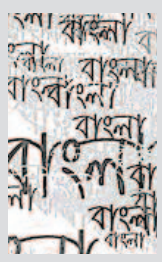

বাংলা ভাষা হলো বিশ্বের অন্যতম প্রধান এবং সুমধুর ভাষা, যা মূলত বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের মানুষের মাতৃভাষা। প্রায় ২৩ কোটি মানুষের কথ্য ভাষা হিসেবে এটি বিশ্বের শীর্ষ পঞ্চম বা ষষ্ঠ এবং ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। সংস্কৃত, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে বিবর্তিত এই ভাষা তার নিজস্ব বাংলা লিপিতে লিখিত হয়, যার ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নদিয়ায় তাঁত শিল্প সম্মেলনে রাজ্যকে তির কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সবার আগে বন্ধ করা হবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। বেছে বেছে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করা হবে। তন্তুদের জন্য হাব তৈরি করেছে তৃণমূল সরকার, যেখানে বিক্রি করা হচ্ছে নকল শাড়ি। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তন্তুজীবীদের জন্য খুলে যাবে ভাগ্যের চাকা। সঠিক দামে আসল তাঁতের শাড়ির জন্য একাধিক ব্যবস্থা করবে বিজেপি সরকার। বর্তমানে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে লুঠপাটের সরকার। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। রবিবার নদিয়ার শান্তিপুরে তাঁতশিল্পী সম্মেলনে যোগ দিয়ে এমনই একের পর এক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, নদিয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও বিজেপির একাধিক বিধায়ক।

তাঁত শিল্প সম্মেলনের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং তুলে ধরেন শান্তিপুরের তাঁত শিল্প-সহ গোটা রাজ্যের তাঁত শিল্পের কথা। বস্ত্রমন্ত্রীর দাবি, শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্প ধ্বংসের মুখে, সঠিক দাম পাচ্ছেন না তন্তুরা। গোটা রাজ্য ছেয়ে গেছে নকল শাড়িতে, তাঁতশিল্পীদের কথা ভাবছে না তৃণমূল সরকার। ’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁতশিল্পীদের জন্য গোটা রাজ্যে হবে একের পর এক উন্নয়ন। তাঁতশিল্পীদের ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা। ন্যায্য মূল্য পাবেন তাঁতিরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁতশিল্পীদের অবস্থা করুণ। পাওয়ারলুমে তৈরি শাড়ি হ্যান্ডলুম বলে বিক্রি করা হচ্ছে। জামদানি শাড়ির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তাঁতশিল্পীদের কথা ভাবছে না এই রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে এই তাঁত শিল্পকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অন্য দিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না রাজ্যের শাসক দলকে। তুলে ধরলেন একাধিক দুর্নীতির কথা। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, তৃণমূল বলে আর কিছু নেই। তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত।

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা নিয়ে বিজেপির কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার জন্য বাংলার মানুষের কী কী চাহিদা। বাংলার মানুষের সেই প্রত্যাশা নিয়েই রবিবার পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে বিজেপির ম্যানিফেস্টো সাজেশন বক্স নিয়ে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে বিজেপির এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, গলসি বিধানসভার ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রশান্ত রায়, বিজেপি নেতা পরিতোষ বিশ্বাস, কালীচরণ সাউ-সহ অন্যান্যরা।

রমন শর্মা জানিয়েছেন, রাজ্যে মানুষের বিজেপির কাছে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে, সেই সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে তাঁরা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় সাজেশন বক্স নিয়ে ক্যাম্প করছেন। মানুষের কী কী চাহিদা রয়েছে, সেগুলি লিখিত আকারে সংগ্রহ করে তাঁরা দিল্লি পাঠাবেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সেই সমস্ত দাবি নিয়েই হবে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহার। তাঁর দাবি,রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে। বাংলার মানুষ তৃণমূল সরকারের উপর আর কোনও ভাবেই ভরসা রাখতে চায় না। রাজ্যজুড়ে অবাধে লুঠপাট ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার বাংলার মানুষ বিজেপিকেই বেছে নেবে। তাই মানুষ কেন বিজেপিকে চায়, বিজেপির কাছে তাদের কী কী প্রত্যাশা সেই নিয়েই তাঁদের এই কর্মসূচি।

এই কর্মসূচিতে তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন বলে তাঁর দাবি। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ১৫০০ টাকা করেছেন ঠিক কথা। কিন্তু সেই টাকায় কারোর সংসার চলে না। এলাকায় এলাকায় ক্যাম্প করার সময় মহিলারাও সেই অভিযোগ তাঁদের কাছে করছেন। তাই এবার আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বাড়িয়েও কোনও কাজ হবে না বলে তাঁর দাবি।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অরিজিনাল সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন (সিওআর) নং বি.০৫.০৪৮৩১, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মেসার্স স্যাফেক্স কমার্সিয়াল প্রা লি. (CIN: U51109WB1994PTC062310) এর নামে হারিয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য সতর্কিত করা হচ্ছে যে কোনওভাবেই অসাধু ব্যক্তিগণ কর্তৃক অসদ্ব্যবহার না করার জন্য। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ;
স্যাফেক্স কমার্সিয়াল প্রা. লি.
৬৩ রাধাবাজার স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০০০১

স্যাফেক্স কমার্সিয়াল প্রা লি. এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা (অনুজ মেহরোত্রা)
তারিখ : ০৯.০২.২০২৬ ডিন -০৭৬৩৮২০১

বৈদ্যবাটিতে ভাঙা রাস্তায় নরকযন্ত্রণা, অভিযোগ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বৈদ্যবাটি: দীঘ দিন ধরে ভাঙা রাস্তার বেহাল দশার যন্ত্রণা ভোগ করছেন এলাকাবাসী। পিচ উঠে ইটের পাঁজর বেরিয়ে আছে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়েই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে বড় বড় ট্রাক আর মালবাহী গাড়ি থেকে সাধারণ মানুষ। এমনই ছবি বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রাস্তার। দিল্লি রোড, কলকাতা থেকে চুঁচুড়া ও বর্ধমান যাওয়ার ক্ষেত্রে বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোডের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনায় আশঙ্কায় ভুগছেন গাড়িচালক থেকে সাধারণ মানুষ। মাসকয়েক আগেই বেহাল রাস্তা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি আনতে নতুন রাস্তার জন্য ‘পথশ্রী’ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম-শহরে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

তারকেশ্বর-বৈদ্যবাটি রাস্তার দু’ধারে রয়েছে একাধিক গ্রাম। স্থানীয় মানুষের কর্মস্থল থেকে স্কুল, কলেজ সর্বত্র যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই রাস্তার। সিঙ্গুর বিধানসভার চাঁপসরা, পদ্মাবতী কলোনি, ছিনামোড়, রাঘবপুর, ঘোষা, চিনিসপুর, গোমতিয়া, পাটুল, পাড়ালা, দিয়াড়া, দেশাপাড়ার মতো এলাকা পড়ে। ছিনামোড়ের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এক বছরের বেশি সময় ধরে রাস্তা খারাপ। দিল্লি রোডের একাধিক মালবাহী ট্রাক বৈদ্যবাটি চৌমাথা হয়ে তারকেশ্বর-বৈদ্যবাটি রোড ধরে তারকেশ্বর-চাঁপাডাঙা হয়ে আরামবাগ যায়। সেই কারণেই তারকেশ্বর-বৈদ্যবাটি রোডে যানবাহনের চাপ সারা বছর থাকে। গরমের সময় ধুলো ও বৃষ্টির সময়ে জমা জলকাদায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বেপরোয়া ট্রাকের গতিবিধি ভঙ্গ করে অতিরিক্ত পণ্যবহনের কারণে রাস্তা ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এক বাসিন্দা বলেন, ‘বছরখানেকেরও বেশি সময় রাস্তার এই বেহাল দশা। রাতদিন আট ও দশ চাকার ভারী গাড়ি, মাটি ও পাথর বোঝাই ডাম্পার চলে। ফলে সাইকেল, বাইক এবং টোটোযাত্রীদের প্রাণ হাতে করে নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রশাসন নির্বিকার।’ সিঙ্গুর বিধানসভার বিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান দীপক পাখিরা বলেন, ‘বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোডের মধ্যে চাঁপসরা ও পদ্মাবতী কলোনির মাঝখানে একটি জায়গায় সমস্যা আছে। ওই এলাকা হামেশাই বসে যাচ্ছে। মাসকয়েক আগেই ওই জায়গায় কাজ করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের এনে স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।’

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত ছিলেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি কাউন্সিলর তথা সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বেশ কিছু কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া টাউন যুব তৃণমূল সভাপতি অমিত সোনকার যুব তৃণমূল নেতা রুদ্র জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়ংকা সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৫৬ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন ও ৭০ জন মানুষকে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় অনুষ্ঠানটি হয় উত্তরপাড়ার পাতকুয়াতলায় জিমনাসিয়াম প্রাঙ্গণে।

এই অনুষ্ঠানটির আয়োজক যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রুদ্র চক্রবর্তী ও শুভাশিস দাস। এই অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব হুগলি জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি সুব্রত মুখার্জি কাউন্সিলর তথ্য সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব।

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: financeho@reliancejute.com, ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩১.১২.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১২,৯৮৯.৩১	৪০,৪৩৩.১২	৮,৩২৭.৩৪
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	১২৯.৬৮	৩৯১.৯০	২১৪.৪৫
৩.	সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	১২৯.৬৮	৩৯১.৯০	২১৪.৪৫
৪.	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি)	১২৯.৬৮	৩৯১.৯০	২১৪.৪৫
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	১২৯.৬৮	৩৯১.৯০	২১৪.৪৫
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত			
৮.	সাধারণ শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) মূল ও মিশ্রিত (টাকা):	৫.০১	১৫.১৩	৮.২৮

দ্রষ্টব্য:
১) উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.reliancejute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০২.২০২৬
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৫.০২.২০২৬** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,২৯,১৩,৫১২.০০ টাকা (তেরো কোটি উনত্রিশ লাখ তেরো হাজার পাঁচশ বারো টাকা) ০৯.০৩.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যালায়ড ব্যাপার প্রা. লি. ঠিকানা** - ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা - ৭০০০০১ **আরও ঠিকানা** ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেকা,** স্বামী কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, **শ্রী রাজেশ সুরেকা,** পিতা কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, **উভেয়র ঠিকানা :** ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **৭০,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **৭,০০,০০০.০০ টাকা** ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি পরিমাণ ৩৬ ডেসিমেল (১৮ ডেসিমেল+১৮ ডেসিমেল), মৌজা : চন্দনহাটি, জেএল নং ১০৪, দাগ নং অংশ ১৬৯, খতিয়ান নং আরএস ৭২ এবং এলআর - ৯০ এবং ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামুনমুড়া মেন রোড, পো : মধ্যমগ্রাম, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪। (জমির অবস্থান বামুনমুড়া মেন রোডের উত্তর দিকে এবং যাওয়া যায় ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দিয়ে)। **স্বত্ব দলিল নং ০০৫১১-২০১৩ সালের (সংশোধিত দলিল নং ০১১২০-২০১৩ সালের) এবং দলিল নং ১২৬২৯/২০১২ এবং ঘোষণা দলিল নং ১৪৩৭৭/২০১২। (স্বত্বাধিকারী মেসার্স অ্যালায়েড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ), মৌজা : চন্দনহাটি, **দক্ষিণে :** অংশত ব্যক্তিগত চলার পথ এবং অংশত অবশিষ্ট অংশ আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ) মৌজা : চন্দনহাটি, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ১৭০, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.০২.২০২৬ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৫.০২.২০২৬** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩১,০১,০৮৫.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ এক হাজার পঁচাশি টাকা) ৩০.১১.২০২৪** পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী অমিত কুমার শাউ, পিতা শ্রী জয়প্রকাশ শাউ, ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থ তল, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, আলম বাজার, কলকাতা - ৭০০০৫৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি-এ, ১ম তল, ‘‘বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট’’, মৌজা - হাতিয়ারা, থানা - রাজারহাট, পো. বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৫ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য **১১,১৫,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,১১,৫০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-এ, একতলায়, (১৫ বছরের পুরানো জি-৩ তলা ভবনে), লিফট ব্যতীত ভবনের পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮০ বর্গফুট এবং যথাযথ জমির ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবন কমপ্লেক্স নাম বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত মৌজা : হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৩, সিএস খতিয়ান নং ১১০৮, সিএস দাগ নং ১১০৩, আরএস দাগ নং ১১৫৭, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধাননগর সল্ট লেক সিটি, বর্তমানে রাজারহাট, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৫এফ, ব্লক -এইচ/বি, হাতিয়ারা রোড, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং (নতুন) ২০ (পুরানো) ১১, বর্তমানে বিধাননগর পুরসভা অধীন (লিফট ব্যতীত এবং এই ভবনে লিফটের কোনও সংস্থান নেই)। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ২৭৮৪৪৭ থেকে ২৭৮৪৭৯, দলিল নং ১৯০৪০৪৭৭৭-২০২০ সালের। **সম্পত্তি শ্রী অমিত শাউ এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে : অংশ আরএস দাগ নং ১১৫৭, দক্ষিণে : সখী চরণ শর্মার জমি, পূর্বে : কে এল পাল মার্কেট, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া মেটাল পুরসভা রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.০২.২০২৬ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https:// BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@ psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০৯.০২.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কাঁকসায় তৃণমূলের বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যজুড়ে এসআইআরের নামে চলছে মানুষকে হয়রানি ও নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে, এই অভিযোগ তুলে রবিবার কাঁকসায় কয়েকশো কর্মী-সমর্থক নিয়ে বাইক মিছিল করে তৃণমূল। এদিন এই বাইক মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৃণমূল নেতা তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পিরু খান। পাশাপশি ছিলেন কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না বাগদি, উপ-প্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য গৌতম বাউড়ি, বনকাটি অঞ্চলের তৃণমূল নেতা লালু রায়, কাঁকসা ও ত্রিলোকচন্দ্রপুর ও বনকাটি পঞ্চায়েতের সদস্যরা ও কয়েকশো তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক।

পিরু খান জানিয়েছেন, এসআইআরের নামে রাজ্যজুড়ে অযথা সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। প্রথম থেকেই তাঁরা এর বিরোধিতা করে এসেছেন। আজও তাঁরা এর বিরোধিতা করছেন। নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে তাঁর দাবি। তারই প্রতিবাদে এদিন কয়েকশো কর্মী-সমর্থক নিয়ে কাঁকসার পানাগড় গ্রামে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু করে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ফের পানাগড় গ্রামে এই বাইক মিছিল শেষ হয়। তিনি জানিয়েছেন, এদিন প্রতিবাদ মিছিলের পাশাপশি তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও অন্যান্য প্রকল্পে টাকা বাড়ানোর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিছিল থেকে সাধারণ মানুষকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকার আবেদন জানান।

কড়া ট্র্যাফিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বাইকের সাইলেন্সার থেকে আগুনের ফুলকি, বিকট শব্দে গুলির আওয়াজ এতেই অতিষ্ঠ দুর্গাপুরবাসী। শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিনই এই ‘হলিউড-টলিউড মার্কা’ শব্দ ও আলো-আতঙ্কে নাজেহাল পথচারী ও গাড়িচালকরা।

এবার এই দৌরাত্ম্য রুখতে শনিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দুর্গাপুরের গান্ধি মোড়ে বিশেষ অভিযান চালায় আসানসোল, দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্র্যাফিক বিভাগ। অভিযানে শব্দবাজ বাইক, আগুন ছোড়া এক্সহস্ট ও বেআইনি সাইলেন্সারযুক্ত একাধিক বাইক আটক করা হয়। চালকদের জরিমানার পাশাপাশি কড়া ধমকও দেয় পুলিশ।

ট্র্যাফিক ইন্সপেক্টর-৩ সন্তোষ ভকত জানান, ‘ভবিষ্যতে এই ধরনের সাইলেন্সার থাকলে আর সতর্কবার্তা নয়। সরাসরি কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিল ও গাড়ি আটক করা হবে।’ এখন দেখার বিষয়, পুলিশের এই কড়া পদক্ষেপের পর কতটা সতর্ক হন সাইলেন্সার দিয়ে আগুন ঝরানো বাইক রাইডাররা!

দুই কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুঃসাহসিক চুরির অভিযোগ হুগলির উত্তরপাড়ার মাখ লা টিএন মুখার্জি রোডে। তরুণ স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরে কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। অভিযোগ, চোরেরা শনিবার মধ্যরাতে মন্দিরের গ্রিল কেটে মা কালীর সমস্ত গয়নাগাটি লুঠ করে পালিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। এছাড়া মাখলা মানিকতলার পাশে মাতৃকা মন্দিরে কালীমন্দিরেও দুঃসাহসিক চুরি হয়। সেখানেও মন্দিরের পেছনে গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে, মা কালীর গায়ের গয়না সব নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ মন্দির কর্তৃপক্ষের। জানা গিয়েছে, দুটো মন্দির থেকে কয়েক লক্ষ টাকার গয়না লুঠ হয়েছে।

সাধারণ নোটিশ

ই সি কম নং ৬২৭-২০২৫ সালের
কলকাতাস্থ হাইকোর্টে
কমার্শিয়াল ডিভিশন
অরিজিনাল সাইড
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট
অ্যান্ড ফিনান্স কোং লি.
--- আবেদনকারী
বনাম
সুরভি জাসু এবং অন্যান্য
--- বিবাদী

সংশ্লিষ্ট ১ নং মোটর ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন নং এএল ৪৮২৫ চেসিস নং MBIXEVLDONRLV4866 সাধারণ নিলাম মাধ্যমে বিক্রি করা হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায় নির্দেশ তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে। আগ্রহী ক্রেতাগণ বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে রিসিভারের অফিস ৮, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, একতলা, রুম নং ৭, কলকাতা -৭০০০০১ থেকে যেকোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে সোম থেকে শুক্রবারে বিস্তারিত তথ্যাদি জানতে পারেন।

(বাসরা খাতুন)
অ্যাডভোকেট/রিসিভার

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
নাইন স্টার ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ডিবিএস বিজনেস সেন্টার, ডিবিএস হাউস ১০/২ হাঙ্গারফর্ড স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭ সম্পর্কিত
দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **“পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য”** থেকে **“রাজস্থান রাজ্যে”** স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর অফিস ঠিকানা রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ডিবিএস বিজনেস সেন্টার, ডিবিএস হাউস ১০/২ হাঙ্গারফর্ড স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭

নাইন স্টার ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড
এর পক্ষে
নাইন স্টার ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড
এর জন্য
রাজেশ মুন্দ্রা, ডিরেক্টর
ডিন - ০০১৯০৮৫৩
তারিখ : ০৯.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০০০৯
ফোন: ০৩৩-২২৩০১১৫৩, CIN No : L63090WB1989PLC099645
ই-মেল : frontlinecorplimited@gmail.com, ww.frontlinecorporation.com

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা।
পরিচালক, প্রবর্তক, মনোনীত ব্যক্তি এবং পরিচালকদের অবিলম্বে প্রবর্তক, মনোনীত ব্যক্তি এবং তাদের সংযুক্ত ব্যক্তিদের নিকটতম আত্মীয়দের দ্বারা কোম্পানির শেয়ারের লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের অ-নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে বন্ধ রয়েছে।
ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধের উল্লিখিত তথ্যটি ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫-এ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) জমা দেওয়া হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এস কে ভর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ০৫.০২.২০২৬

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Construction of Connecting Concrete Road between 7 no. and 9 no. Street at Dayananda, A-Zone, Dayananda, Ward No.-07, Booth-59, Borough-01
e-Tender No. : WBDMC/W/434(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011400_1 ● Est. Amt: Rs. 1,09,657.00
2) Name of the Work : Construction of floor at Kaniska open Market, under Ward No.-09, Booth No-37, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/485(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011414_1 ● Est. Amt: Rs. 2,62,526.00
3) Name of the Work : Construction of Park at Street No-11 & 13 attached ground, Harshabardhan under Ward No.-09, Booth No.-37
e-Tender No. : WBDMC/W/485(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011414_2 ● Est. Amt: Rs. 2,19,275.00
4) Name of the Work : Construction of Drain 400’ 00’’ at Farid Midda House to Sarafat Midda House, Borough-01, Booth No-88, Ward No.-02
e-Tender No. : WBDMC/W/503(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011416_1 ● Est. Amt: Rs. 2,72,808.00
5) Name of the Work : Construction of Drain from Paschim para Milon Mandal House via. Azhar Mirdha House to Anna Mallicks Khamar, Borough-01, Booth No.-88, Ward No.-02
e-Tender No. : WBDMC/W/503(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011416_2 ● Est. Amt: Rs. 1,15,866.00
6) Name of the Work : Repairing of Roof at Bijra F.P. School, Booth No-88, Borough No-01, Ward No-02
e-Tender No. : WBDMC/W/503(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011416_3 ● Est. Amt: Rs. 1,80,307.00

Last Date : **16.02.2026 upto 09.00 AM**
For details: **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: U20219WB1985PLC096557
রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল আইডি : assamentrade1985@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) -এর পরিপ্রেক্ষিতে]
(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত নয় মাস ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষের জন্য ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত নয় মাস ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষের জন্য ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬৯৫.১৬	১৯৯.৮৬	২৩৪.৫২	১,০৮৩.৪৩	১,০৮৪.২৩	১,২৮১.২০	৬৯৫.৪২	২০০.১২	২৩৪.৭১	১,০৮৪.১৮	১,০৮৪.৮২	১,২৮২.১০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	৩০২.৬৯	(০.৫১)	(৬৬.৫২)	৩৬৪.৮০	২০৯.৪৮	৪০৭.০১	৩০২.৮৪	(০.৫৩)	(৬৬.৩২)	৩৬৪.৯২	২০৯.৯৫	৪০৬.৯০
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৩০২.৬৯	(০.৫১)	(৬৬.৫২)	৩৬৪.৮০	২০৯.৪৮	৪০৭.০১	৩০২.৮৪	(০.৫৩)	(৬৬.৩২)	৩৬৪.৯২	২০৯.৯৫	৪০৬.৯০
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	২৪০.৬৩	(০.৫০)	(৬৫.৬০)	২৮৮.৫৩	১৩৪.৩৬	৩০২.৪৯	২৪০.৭৮	(০.৫২)	(৬৫.৪০)	২৮৮.৫৬	১৩৪.৮৩	৩০২.৪০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	২৪০.৬৩	(০.৫০)	(৬৫.৬০)	২৮৮.৫৩	১৩৪.৩৬	৩০২.৪৯	২৪০.৭৮	(০.৫২)	(৬৫.৪০)	২৮৮.৫৬	১৩৪.৮৩	৩০২.৪০
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	-	-	৬,৩৬১.৪৭	৫,৯৬৯.৭৭	৬,০৭২.৩২		-	-	৬,৬৪১.৪২	৬,৩১৫.৪৫	৬,০৭৮.৫৭	
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	১৬.৭১	(০.০৩)	১১.৯৪	২০.০৪	৯.৩৪	২১.০১	১৬.৭২	(০.০৪)	(৪.৫৫)	২০.০৪	৯.৩৫	৯.৩০
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	১৬.৭১	(০.০৩)	১১.৯৪	২০.০৪	৯.৩৪	২১.০১	১৬.৭২	(০.০৪)	(৪.৫৫)	২০.০৪	৯.৩৫	৯.৩০

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম যা উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।
দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com)-তে।

স্থান : কানপুর
তারিখ : ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
নিশান্ত গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00326317)

রাজ্যের অসহযোগিতায় আটকে একগুচ্ছ রেলপ্রকল্পের কাজ, আক্ষেপ রেলমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: রাজ্যের অসহযোগিতায় বাংলায় রেল প্রকল্পের একগুচ্ছ কাজ এগোচ্ছে না বলে ফের রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলার জন্য বাজেটে রেলের বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। এই বাংলার বুকের উপর দিয়েই বুলেট ট্রেনও চলবে বলে তিনি জানান তবে রেলমন্ত্রীর আক্ষেপ, প্রধানমন্ত্রী বাংলার উন্নয়নের জন্য রেলের বাজেট বাড়াচ্ছেন এবং সে ক্ষেত্রে রাজ্যের তরফে যে সাহায্য পাওয়ার কথা, সেই সাহায্য কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, রাজ্য সরকার সহযোগিতা না করলে প্রজেক্ট আটকে থাকবে।

এদিন তিনি বলেন, ১৭টি প্রজেক্টে, যার মধ্যে সিউড়ি প্রান্তিক রেললাইন রয়েছে, রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। এরপর উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, কলকাতার মেট্রোর ক্ষেত্রে ৪০ বছর ধরে মাত্র আঠাশ কিলোমিটারের কাজ হয়েছে। আর

মোদীর নেতৃত্বে একদশকে ৪৫ কিলোমিটার মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরপর অবশ্য রেলমন্ত্রী রাজ্য সরকারের কাছে রেল প্রকল্পের কাজগুলি দ্রুত সম্পূর্ণের জন্য সহযোগিতার আবেদন জানান। আসানসোল বোকারো স্টিল সিটির মধ্যে মেমু ট্রেন পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা-সহ সিউড়ি রোড ওভারব্রিজ এবং কুমারপুর রোড ওভারব্রিজের উদ্বোধন করে জাতির উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করেন।

রবিবার ভার্চুয়াল এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিউড়ি স্টেশন মোড়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সিউড়ির ভূমিপুত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার, আসানসোল ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার-সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। আর আসানসোলে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। কুমারপুরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল-সহ নেতৃবৃন্দ।

এর পরই এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল সিউড়ি হাটজন বাজার রোড ওভারব্রিজ (আরওবি)। রবিবার সিউড়ি স্টেশন মোড়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এই ওভারব্রিজের উপরেই পদযাত্রা করেন। দীর্ঘ দিন ধরে বহু টালবাহানার পর অবশেষে রেল ওভারব্রিজের উদ্বোধন হওয়ায় স্বস্তি সিউড়ির সাধারণ মানুষের, খুশি হয়েছেন সাধারণ নিত্যযাত্রীরাও। কারণ প্রায়শই রেলগেটে মালবাহী ও যাত্রিবাহী ট্রেনের জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হত সাধারণ মানুষকে। রেলগেট অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকায় বাস-ট্রাক-ছোট গাড়ির লম্বা লাইন আর যানজটে নাভিশ্বাস উঠত। সেসব থেকেই এবার মুক্তি মিলবে। সিউড়িতে এই আরওবিকে ঘিরে রাজ্যের প্রধান দুই রাজনৈতিক শিবিরের তরজা লেগেই থাকত।

তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের দাবি, সংসদে তিনি বারবার এই রেল ওভারব্রিজের জন্য দাবি করেছেন। আবার বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা সিউড়ির ভূমিপুত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, সিউড়ির মানুষের কষ্টের কথা ভেবে তিনি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে রেল ওভারব্রিজের কাজ দ্রুত সম্পাদন করিয়ে জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছেন। সামনেই বিধানসভার নির্বাচন তাই সিউড়ির এই ওভারব্রিজকে সামনে রেখেই দুই রাজনৈতিক দল ও তাঁদের সমর্থকরা দাবি করছেন, ব্রিজ করার পিছনে কৃতিত্ব তাঁদেরই। কয়েক সপ্তাহ আগেই সাংসদ শতাব্দী রায়ের সামনেই ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে কিছু সাধারণ মানুষ ব্রিজের উপর যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিলেন। যদিও রেল দপ্তর পরের দিনই যাত্রী নিরাপত্তা স্বার্থে বাঁশ দিয়ে ব্রিজের ওঠার মূল রাস্তা বন্ধ করে দেয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে স্থানীয় বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী আসানসোল ডিভিশনের রেল আধিকারিকদের অনুরোধ জানালে রেল দপ্তর ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে সাময়িক পারাপারের জন্য কোন বাধা দেয়নি, তবে রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে রেল ওভারব্রিজের উদ্বোধন হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস সকলের।

শান্তনু ঠাকুরের ভোটপ্রচার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই'- বার্তাকে সামনে রেখে দেওয়াল লিখন এবং বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের মধ্য দিয়ে ভোটপ্রচার শুরু করল বিজেপি। রবিবার বনগাঁ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই'- এই বার্তাকে সামনে রেখে কর্মীদের উজ্জীবিত করতেই আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়াল লিখন কর্মসূচি বলে জানান শান্তনু।

এই দিন প্রথমে বনগাঁ পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন শান্তনু। তার পর '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেওয়াল লেখেন তিনি। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া, জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ ও প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। দেওয়াল লিখন সেরে সাধারণ মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে জনসংযোগ সারেন শান্তনু। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে এক বৃদ্ধা বার্ধক্যভাতা বৃদ্ধির আবদার করেন এবং বিজেপি ক্ষমতায় আসছে এই বলে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এদিন বনগাঁ জেলা বিজেপি কার্যালয়ে 'বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ, বিজেপির গ্যারান্টি' পরামর্শ জানানোর জন্য ড্রপ বক্সের উদ্বোধনও করলেন শান্তনু ঠাকুর, অশোক কীর্তনীয়া-সহ বিজেপি নেতৃত্ব।

জনতার কথায় ইস্তেহার বানানোর প্রচেষ্টা পদ্মের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গণতন্ত্রে জনতাই সমস্ত শক্তির অধিকারী। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে। তাই জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিজেপি নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশে অভিনবত্ব নিয়ে এল। একেবারে গ্রামের প্রতিটি মানুষ থেকে শুরু করে শহরের প্রতিটি মানুষের মতামত যাতে ২০২৬ সালের ইস্তেহারে গুরুত্ব পায় সেই জন্য বিজেপি ড্রপ বক্সের সূচনা করেছে। রবিবার এই জনতার ড্রপ বক্সের সূচনা করেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তিনি এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী ইস্তেহারে জনগণের মতামত কী ভাবে গুরুত্ব পাবে, সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

বিমানবাবু বলেন, 'দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মতো করে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করে। কিন্তু বিজেপি তাদের থেকে স্বতন্ত্র। তাই জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশিত হবে। সেই জন্য বিজেপি একটি ফোন নম্বর ও ড্রপ বক্স প্রকাশ করেছে। বিকশিত পুরশুড়া গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুরশুড়ার প্রতিটি মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ড্রপ বক্স ও ফোন নম্বর প্রকাশ করা হল। এই ড্রপ বক্স নিয়ে বিজেপির কার্যকর্তারা প্রতিটি বাড়িতে যাবেন। তাঁদের একটি চিঠি দেওয়া হবে। সেই চিঠিতে পুরশুড়ার কী ভাবে গঠনমূলক উন্নয়ন করা যায়, সেই বিষয়ে মতামত লিখে ড্রপ বক্সে জমা করবেন। আমরা সেই ড্রপ বক্স বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছে দেব। সেখানে এলাকার মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিকশিত পুড়শুড়া গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ হবে।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, 'এই ইস্তেহার তৈরি জন্য ৯৭২৭২৯৪২৯৪ ফোন নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে। এই ফোন নম্বরে ফোন করেও মতামত দিতে পারেন। সেই মতামত নোট করে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেব।' এদিন বিমানবাবুর কর্মসূচিতে পুরশুড়ার বিভিন্ন মণ্ডলের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অপর দিকে, আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগও সন্ধ্যার সময় দলীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করে বলেন, 'বিকশিত আরামবাগ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।'

তবে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরির আগে এই ড্রপ বক্স নিয়ে কটাক্ষ করে তৃণমূল। এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি স্বপন নন্দী বলেন, 'ড্রপ বক্স তৈরি করে কিছু হবে না। ২০২৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস আবার সরকার গড়বে। প্রচারের আলোয় থাকতে বিমানবাবুরা এই সব করছেন। জনগণ তৃণমূলের সঙ্গে আছে।'

শালতোড়া ফিরে পেতে মরিয়া তৃণমূল বাউরি প্রার্থী চেয়ে সরব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মিশন শালতোড়া। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শালতোড়া ফিরিয়ে আনা এবার তৃণ মূল কংগ্রেসের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে সর্বশক্তি দিয়ে নেমে পড়েছে শাসক দল। তৃণমূলের পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ শনিবার এই বিধানসভা এলাকার গঙ্গাজলঘাটির দুর্লভপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই দাবিতে সরব হয়েছে। তাদের বক্তব্য, শালতোড়া বিধানসভা কেন্দ্রে দল যেন বাউরি সম্প্রদায়ের প্রার্থী ঠিক করে। বর্তমানে এই কেন্দ্রে বাউরি সম্প্রদায়ের বিধায়ক রয়েছেন, তবে তিনি শাসক দলের নন। এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৩৫ শতাংশ বাউরি সম্প্রদায়ের বসবাস। তাই এই এলাকার জন্য বাউরি সম্প্রদায়ের প্রার্থী দরকার।

উল্লেখ্য, শালতোড়া বিধানসভা আসনের জয়-পরাজয় নির্ভর করে বাউরি সম্প্রদায়ের ওপর। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দল ২০১৬ সালের জয়ী দলীয় প্রার্থী স্বপন বাউরিকে পরিবর্তন করে। তার পরিবর্তে তৃণমূল প্রার্থী করে সন্তোষ মণ্ডলকে। তার খেসারতও দিতে হয় শাসক দলকে। স্বপন বাউরি যেখানে ১২,৫২৩ ভোটে জয়ী হয়ে ছিলেন, সেখানে সন্তোষ মণ্ডল ৪,১৪৫ ভোটে হেরে যান। বাউরি প্রার্থী না-করায় ১৬ হাজারেরও বেশি ভোট হারাতে হয় তৃণমূলকে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী করে চন্দনা বাউরিকে। চন্দনাদেবী ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন।

এবার সেই ভুল সংশোধন করতে চাইছে স্থানীয় তৃণমূল। বাউরি সমাজের মন পেতে রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাউরি প্রার্থীর দাবি তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বাউরি সম্প্রদায়ের প্রার্থী না করে স্নেহাশিষ মণ্ডলকে প্রার্থী করলে মাত্র ৪ শতাংশ ভোট পায়। অন্য দিকে, বামফ্রন্ট যষ্ঠীচরণ বাউরিকে প্রার্থী করায় ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। আবার ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী স্বপন বাউরি ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে ১২,৬৯৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন।

শালতোড়া পাথর খাদান ও পাথর ভাঙ্গা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা এই শিল্প নির্ভর। এই ব্লকে প্রায় ২৫০ পাথরভাঙ্গা ক্রাশার ছিল, যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে ২৫,০০০ শ্রমিক যুক্ত ছিল। এছাড়া পরোক্ষ ভাবে আরও ২০,০০০ হাজার মানুষের জীবিকা জড়িয়ে ছিল এতে। বর্তমান সরকারের আইনের জাঁতাকলে পড়ে এই শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। কর্মহারা শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে যেতে হয় কাজের খোঁজে। এতে শালতোড়া হারাতে হয় শাসক দলকে। সেই ক্ষোভ মেটাতে সম্প্রতি শালতোড়ায় সভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সভা মঞ্চ থেকে ক্রাশারগুলি দ্রুত খোলার প্রতিশ্রুতি দেন। পাথর খাদান লিজের সরকারি নোটিশ বের হয়েছে। সব মিলিয়ে শালতোড়া ফিরে পেতে মরিয়া শাসক দল।

দোল উপলক্ষে নবদ্বীপে সমন্বয় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মাঝে মাত্র আর কয়েকটি দিন। তার পরেই মহাপ্রভুর ১৪৪তম আবির্ভাব তিথি উৎসব উদযাপন হবে তীর্থনগরী নবদ্বীপ এবং মায়াপুর জুড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য দেশীয়-বিদেশি ভক্তদের সমাগম ঘটবে চৈতন্য নগরীতে। সেই আসন্ন দোল উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের মঠাধ্যক্ষ ও স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকে নিয়ে সম্পন্ন হল সমন্বয় সভা। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা। এছাড়াও নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপিতা বিমানকৃষ্ণ সাহা, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব সকলে। দোল উৎসবের দিনগুলোয় যাতে সাধারণ যাত্রীদের কোনও রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এই সমন্বয় সভায় আলোচনা হয়। দোল উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন মঠ-মন্দির থেকে পরিক্রমার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেই পরিক্রমা যাতে জলপথ ও সড়কপথে সফলভাবে সম্পন্ন হয়, তা উঠে আসে এদিনের আলোচনায়। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে শুরু করে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, এমনকী রাস্তায় যথেষ্ট পুলিশি ব্যবস্থা রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয় এই সমন্বয় সভা থেকেই। তীর্থযাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জল, আলো এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সম্পন্ন হয় এদিনের সমন্বয় সভায়।

'শান্তিপুরের গদ্দার, জগন্নাথ সরকার', বিজেপি সাংসদের নামে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: 'শান্তিপুরের গদ্দার, জগন্নাথ সরকার'। গোটা শান্তিপুর জুড়ে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের নামে পোস্টার পড়ল রবিবার। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং এদিন শান্তিপুরে আসেন। সেখানে তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং রানাঘাট কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার-সহ আরো অনেকে। সেই অনুষ্ঠানের আগেই দেখা গেল গোটা শান্তিপুর চত্বরে জগন্নাথ সরকারের নামে পোস্টার।

এই বিষয়ে বিজেপিকে প্রশ্ন করা হলে তারা বলে, এই ঘটনার সঙ্গে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত রয়েছে। কারণ, তারা জানে শান্তিপুরে তৃণমূলের কোনও জায়গা নেই। তাই এই অপসংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে নির্বাচনে জয়লাভ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূল। এই বিষয়ে তৃণমূলের দাবি, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই ঘটনা। তার কারণ বিজেপির চার থেকে পাঁচটা গোষ্ঠী রয়েছে এবং প্রার্থী কে হবে, সেই নিয়ে একটি বিবাদ চলছে। সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনওও যোগসাজশ নেই।

বিজেপির 'সাজেশন বক্স' দুর্গাপুর পশ্চিমে, পালটা কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় বিজেপির উদ্যোগে 'সাজেশন বক্স'-এর উদ্বোধন করলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই। রবিবার দুর্গাপুরের ট্রাঙ্ক রোডে দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে এই বক্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই কর্মসূচিতে বিধায়কের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত, দলের মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল-সহ অন্যান্য কর্মী ও সমর্থকরা। সাংবাদিক বৈঠকে লক্ষণ ঘড়ুই জানান, সারা রাজ্যজুড়ে মোট ১০০০টি সাজেশন বক্স চালু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের বিজেপির কাছে কী প্রত্যাশা রয়েছে, সেই মতামত ও অভিযোগ এই বক্সের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবেন রাজ্যের মানুষ। পাশাপাশি মোবাইল নম্বর ও ই-মেইলের মাধ্যমেও অভিযোগ ও পরামর্শ জানানো যাবে। মানুষের প্রত্যাশাকেই পাথেয় করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হবে বলে দাবি করেন তিনি।

অন্য দিকে, এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বিজেপির এই সব নাটক মানুষ বুঝে গিয়েছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকার একের পর এক জনমুখী প্রকল্প চালু করছে বলেই বিজেপি হতাশাগ্রস্ত হয়ে এই ধরনের কর্মসূচি করছে। বাংলায় বিজেপির কোনও জায়গা হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: 'বাংলার বাড়ি'র জন্য আবেদন করেছিলেন। তা মঞ্জুরও হয়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 'বাংলার বাড়ি'র কাজের জন্য টাকাও ঢোকে। সেই টাকায় পাকা বাড়ি তৈরির জন্য রবিবার মাটির বাড়ি ভাঙার কাজ করছিলেন যুবক। সেই বাড়িরই দেওয়াল ভেঙে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের নাম কৃষ্ণ রায় (৩৮)। হুগলির পাণ্ডুয়ার বেলুন ধামাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুঁইপাড়া দক্ষিণপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। গুরুতর আহত প্রতিবেশী স্বপন দাস বাউলের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এলাকার লোকজন জানান, কৃষ্ণ মূক-বধির।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বৃদ্ধি, ধন্যবাদ মিছিল বনগাঁয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য লক্ষ্মীর ঘট মাথায় নিয়ে কয়েক হাজার মহিলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিছিল বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএনটিটিইউসির। রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতাবৃদ্ধি করা হয়েছে। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য ১২০০ টাকা থেকে ১৭০০ টাকা করা হয়েছে এবং সাধারণদের জন্য ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে। ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে বনগাঁ লোকনাথ মন্দির থেকে নীলদর্পণ অডিটোরিয়াম পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে লক্ষ্মীর ঘট মাথায় নিয়ে কয়েক হাজার মহিলাকে নিয়ে মিছিল করা হল।

এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে সরাসরি। কয়েক হাজার মহিলা আনন্দিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে এদিনের এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। বনগাঁ জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষও জানিয়েছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য মহিলারা আনন্দিত হয়ে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৮ বছরে হিলির পুস্তক বিতরণ উৎসব, ২৪০ জন শিক্ষার্থীর হাতে আশার আলো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সীমান্তবর্তী হিলি ব্লকের দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল 'বিমলা সুন্দরী মেমোরিয়াল বুক ব্যাংক'। রবিবার হিলির নওপাড়া তিওড় সমাজকল্যাণ সমিতির সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্য ও সহায়ক বই তুলে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বঙ্গরত্ন অমূল্যরতন বিশ্বাস তাঁর প্রয়াত মায়ের স্মৃতিতে গত ১৮ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালিয়ে আসছেন।

এদিন সকাল ১১টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রমনিয়ান টি, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস, হিলির বিডিও চিরঞ্জিত সরকার, বালুরঘাট বিএড কলেজের প্রেসিডেন্ট ড. নবকুমার দাস-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংগঠনের পক্ষ থেকে অতিথিদের উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও সম্মাননা স্মারক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

কেবল পুস্তক বিতরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না এদিনের কর্মসূচি। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশুপাচার রোধে একটি বিশেষ সচেতনতামূলক শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে শিশুসুরক্ষা এবং পাচার প্রতিরোধের উপায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী সূরজ দাশ। একই মঞ্চ থেকে শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা; উভয় বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হয় সীমান্ত এলাকার মানুষের কাছে। সংগঠনের প্রাণপুরুষ তথা সভাপতি অমূল্যরতন বিশ্বাস জানান, মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শুরু করা এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আজ আঠেরো বছরে পদার্পণ করল। তিনি বলেন 'এলাকার অভাবী অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা যেন অর্থের অভাবে থমকে না যায়, সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। ভবিষ্যতেও আমরা একইভাবে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকব।' নওপাড়া তিওড় সমাজকল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে স্থানীয়দের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-২ ব্লকের পাটুলি ব্লক কার্যালয় থেকে ছাতনির মোড় পর্যন্ত যাওয়ার প্রধান রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে। খানাখন্দে ভরা এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে নিত্যদিন দুর্ভোগে পড়ছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষজন। এরই প্রতিবাদে সকাল থেকে পাটুলি ব্লক কার্যালয়ের সামনে পথ অবরোধে সামিল হন গ্রামবাসীরা। অবরোধের জেরে সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলে প্রায় এক ঘণ্টা পর গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেন। তবে গ্রামবাসীদের স্পষ্ট দাবি, আশ্বাস নয়, দ্রুত কাজ শুরু না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

পূর্বস্থলী দক্ষিণে বিজেপির চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নসরতপুরে দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার চার্জশিট প্রকাশ করা হল। পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত বিধায়কের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া অথচ অসম্পন্ন কাজগুলোর খতিয়ান সেই চার্জশিটে তুলে ধরেন বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্য নেতৃত্বের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্দীপ নন্দী জানান, এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা মেটাতে এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিধায়ক। শ্রীরামপুর এবং ধাত্রীগ্রামে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তাঁত কাপড় হাট তৈরি হয়েছে, তাতে কোনও উপকার হয়নি তাঁতিদের। একই সঙ্গে ধাত্রীগ্রামে তাঁত কাপড় হাটের মধ্যে চলা পুলিশ ফাঁড়ি নিয়েও সরব হন সন্দীপ নন্দী। পাশাপাশি এই এলাকায় বেহাল চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এদিন মুখ খোলেন তিনি। পুরো বিধানসভা জুড়ে স্থানীয় দুষ্কৃতী এবং বিধায়কের তদারকিতে বালি পাচারের কাজ চলছে বলেও অভিযোগ তাঁর। এছাড়াও পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে একাধিক কাজ না হওয়ার বিষয়গুলি চার্জশিটের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা।

শান্তিপুরে তাঁতির শাড়িতে পদ্মফুল, লেখা 'জয় শ্রীরাম'

নিলয় ভট্টাচার্য

নদিয়া: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শান্তিপুরে এক তাঁতির তৈরি শাড়িতে ফুটে উঠল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি এবং পদ্মফুলের প্রতীক। এই শাড়ি পরেই কোনও না কোনও কর্মীকে দেখা যেতে পারে বিজেপির মিছিলে। বিজেপির প্রচারে এবার থাকবে অভিনব উদ্যোগ।

নদিয়ার শান্তিপুর হবিবপুর এলাকার বাসিন্দা বিজয় বিশ্বাস পেশায় একজন তাঁতি। সম্প্রতি তিনি নিজের তাঁতে তৈরি করেছেন একটি ব্যতিক্রমী শাড়ি, যেখানে ফুটে উঠেছে পদ্মফুলের নকশা এবং 'জয় শ্রীরাম' লেখা। এই শাড়ির মধ্যেই রয়েছে বিজেপির প্রতীক পদ্মফুল।

আর এটা সম্পূর্ণ দলীয় ভাবনার প্রতিফলন। যদিও এই অভিনব সারির তৈরীর বিষয়ে, তাঁত শিল্পী বিজয় বিশ্বাস জানান, তিনি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং দীর্ঘ দিন ধরেই বিজেপির সমর্থক। অনেকদিন ধরেই তিনি ভাবছিলেন, কী ভাবে নিজের শিল্পের মাধ্যমে দলের প্রচারে ভূমিকা রাখা যায়। সেই ভাবনা থেকেই তিনি তাঁর বন্ধু দেবনারায়ণ দাসের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং দু'জনে মিলে এই বিশেষ শাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেন। তিনি জানান, প্রায় আড়াই মাস ধরে পরিকল্পনা করার পর শাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়। পুরো শাড়িটি তৈরি করতে সময় লেগেছে মোট আট দিন। খাঁটি সুতির কাপড়ের উপর নিজের হাতেই কারুকার্য করেছেন তিনি। শাড়ির মধ্যে 'জয় শ্রীরাম' লেখা ও পদ্মফুলের নকশা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

বিজয়ের ইচ্ছা, যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি এই শাড়িটি কিনে বিজেপির মিছিলে বা কর্মসূচিতে পরিধান করেন, তা হলে দলের প্রচার আরও ব্যাপক হবে। তিনি জানান, শান্তিপুরে সুযোগ পেলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই শাড়িটি কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে চান। এখনও পর্যন্ত শাড়ির নির্দিষ্ট দাম ঠিক করা না হলেও, আনুমানিকভাবে প্রতিপিস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই দাম সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই থাকবে, যাতে বেশি মানুষ এই শাড়ি কিনতে পারেন। আগামী দিনে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও কম দামে, প্রায় ২৫০ থেকে ২৭০ টাকার মধ্যে এমন শাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। নিজের শ্রম, বিশ্বাস ও শিল্পকৌশলের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন এই তাঁতি। তিনিও আশাবাদী, তাঁর তৈরি এই শাড়ির জন্য আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্ডার আসবে।

দ্বারভাঙায় ছ'বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুন

পুলিশ-গ্রামবাসী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র এলাকা

পাটনা, ৮ ফেব্রুয়ারি: এক শিশুকে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় উত্তাল বিহারের দ্বারভাঙা। রবিবার সকালে শিশুটির দেহ একটি পুকুরে ভাসতে দেখেন স্থানীয়েরা। তার পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। শনিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিল শিশুটি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করতেই ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুটিকে অপহরণ করে। তার সঙ্গে থাকা বাকি দুই শিশুকেও অপহরণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তারা কোনও রকমে পালিয়ে এসে বাড়িতে বিষয়টি জানায়। পুলিশকে ওই দুই শিশু জানিয়েছে, তারা অভিযুক্তকে চেনে। এর পরই পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। সেটি সংগ্রহ করে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়। তার পরই তাঁর বাড়িতে গিয়ে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির সামনে শিশুটি এবং তার দুই সঙ্গী খেলছিল। সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় সে। শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। রাতভর খোঁজাখুঁজি চলে। রবিবার সকালে গ্রামেরই একটি পুকুরে শিশুটির দেহ ভাসতে দেখা যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রামবাসীরা তাদের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। পাল্টা লাঠি চালায় পুলিশও। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় দ্বারভাঙা।

তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্তের জামায় রক্তের দাগ মিলেছে। সেটি শিশুটির কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। পরিবারের দাবি, শিশুটিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটির দেহে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। তবে ধর্ষণ কি না, রিপোর্ট হাতে আসার পরই স্পষ্ট হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দ্বারভাঙা। রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়েরা। তার পরই পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ শুরু হয়।

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সমঝোতা চূড়ান্ত হতেই 'বন্ধু' রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কমাচ্ছে ভারত: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সমঝোতা চূড়ান্ত হতেই 'বন্ধু' রাশিয়ার থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা কমানোর চিন্তাভাবনা করছে ভারত। সম্প্রতি একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে পিটিআই। তবে তেল কেনা কমালেও এখনই পুরোপুরি বন্ধ করা হবে না বলেও দাবি করেছে ওই সূত্র। কারণ, ভারতের কিছু তেল শোধনাগারের কাছে তেল ক্রয়ের বিকল্প কিছু নেই।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, রুশ সংস্থাকে বরাত দেওয়া ১ লক্ষ ৫০ হাজার ব্যারেল তেল হাতে পাওয়ার পরই রাশিয়া থকে তেল আমদানি বন্ধ করে দেবে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। তারাই ভারতে রুশ তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা।

সূত্রের খবর, ভারতের তেল শোধনাগারগুলি রুশ তেল কেনা বন্ধের বিষয়ে এখনও কোনও অনুষ্ঠানিক নির্দেশ পায়নি। তবে কয়েকটি তৈল শোধনাগার জানিয়েছে, বেসরকারিভাবে তাদের রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বাণিজ্য সমঝোতার আগে রুশ তেল সংস্থাগুলির সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, সেগুলিতে কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে নতুন করে তাদের কোনও বরাত দেওয়া হবে না বলেও জানা গিয়েছে।

ভারতের পণ্যে শুল্ক কমানো এবং বাণিজ্যচুক্তির নেপথ্যে অন্যতম শর্তই ছিল, রুশ তেল কেনা বন্ধ করতে হবে নয়াদিল্লিকে। গত সপ্তাহে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তির বিষয়টি ঘোষণা করার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবিও করেছিলেন, ভারত রাশিয়ার তেল

না কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলেই শুল্কহার কমানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট করে এখনও কিছু জানায়নি। শনিবার রুশ তেলা কেনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিদেশ মন্ত্রক তা কার্যত এড়িয়ে গিয়েছে।

সূত্রের খবর, গত বছর রুশ তেল রপ্তানিকারক সংস্থাগুলির উপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনাগার যেমন হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল), ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড (এমআরপিএল), এইচপিসিএল-মিত্তল এনার্জি লিমিটেড রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি) এবং ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল) ধাপে ধাপে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি কমানোর পরিকল্পনা করছে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, ভারতের রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি ধারাবাহিকভাবে কমেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মে মাসে ভারত রাশিয়া থেকে দৈনিক প্রায় ২১ লক্ষ ব্যারেল তেল আমদানি করত। ২০২৫-এর ডিসেম্বরে তা কমে দাঁড়ায় ১২ লক্ষ ব্যারেলে। এরপর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আমদানি আরও কমে হয়ে যায় ১১ লক্ষ ব্যারেল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই প্রবণতা বজায় থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতের রুশ তেল আমদানি দৈনিক ১০ লক্ষ ব্যারেলের নিচে নেমে যেতে পারে।

হাদি হত্যাকাণ্ডে রাষ্ট্রসংঘের কাছে সাহায্য চাইল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারি: গত মাসে হাদি হত্যা মামলায় ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় বাংলাদেশের ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। কিন্তু ওই চার্জশিটে সন্তুষ্ট নয় হাদির সংগঠন। তাদের দাবি, হত্যার নেপথ্যে একটা চক্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত।

ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এ বার রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাইল বাংলাদেশ। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার (ওএইচসিএইচআর)-এর দপ্তরে এই মর্মে কূটনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছে তারা। হাদি হত্যাকাণ্ডে 'ন্যায্য, নিরপেক্ষ এবং দ্রুত' তদন্তের জন্য

রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চেয়েছে তারা।

গত ডিসেম্বরে ঢাকায় ৩২ বছর বয়সি হাদিকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। পরে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বাংলাদেশের ওই তরুণ নেতার। হাদির মৃত্যু ঘিরে ফের অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। জায়গায় জায়গায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের পুলিশ গত ডিসেম্বরে দাবি করে, হাদি হত্যায় অভিযুক্ত ফয়সাল করিম ওরফে দাউদ খান মেঘালয় সীমান্ত হয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছেন। যদিও সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বিএসএফ। মেঘালয় সীমান্ত পেরিয়ে ফয়সাল যে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে মেঘালয় পুলিশও।

সরকারি স্কুলে মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ ৭০ পড়ুয়া

পাটনা, ৮ ফেব্রুয়ারি বিহারের মাধেপুরায় সরকারি স্কুলে মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ ৭০ জন পড়ুয়া। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এক পড়ুয়ার অবস্থা সঙ্কটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। অভিভাবকদের সন্দেহ, খাবারে টিকটিকি পড়েছিল। তারই বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে পড়ুয়ারা। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেই খাবার সরবরাহ করেছিল।

জানা গিয়েছে, মাধেপুরা থানার অন্তর্গত সাহগড় গ্রামের এক স্কুলে এই ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মিড ডে মিল খাওয়ার কিছু ক্ষণ পর কয়েক জন পড়ুয়া অসুস্থ বোধ করতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ বমি করছিল, কারও আবার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। তার পর বিভিন্ন ক্লাস থেকে পড়ুয়াদের অসুস্থ হওয়ার খবর আসতে শুরু করে। একের পর এক পড়ুয়া অসুস্থ হতে শুরু করায় স্কুলে

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অভিভাবকদের কাছেও খবর যায়। তাঁরা স্কুলে ছুটে আসেন।

জেলা শিক্ষা আধিকারিক সঞ্জয় কুমার হাসপাতালে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে পড়ুয়াদের অবস্থার কথা জানতে চান। তাঁর কথায়, 'সব পড়ুয়ার ঠিক মতো চিকিৎসা চলছে। যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন খাবার সরবরাহ করেছিল, তাদের শোকজ করা হয়েছে। মিড ডে মিলের খাবার পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে পাঠানো হয়েছে। কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

স্কুল সূত্রে খবর, মিড ডে মিল খাওয়ার পর পড়ুয়ারা অসুস্থ বোধ করতে থাকে। পেটে যন্ত্রণা, বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয় সকলেরই।

বিহার

সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়াদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামবাসীরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। একসঙ্গে এত পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিষয়টি জানান। অ্যাম্বুল্যান্স এবং অন্যান্য গাড়িতে করে পড়ুয়াদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিভাবকেরা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান।

ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলায় দায় নিল ইসলামিক স্টেট

ইসলামাবাদ, ৮ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলার দায় স্বীকার করল ইসলামিক স্টেট পাকিস্তান প্রভিন্স। এই ইসলামিক স্টেট পাকিস্তান প্রভিন্স হল ইসলামিক স্টেটের পাকিস্তান শাখা। জানা গিয়েছে, হামলাকারীর নাম সইফুল্লা আনসারি। শুক্রবার বিস্ফোরণের পরই পাকিস্তান আঙুল তোলে ভারতের দিকে। সেদিন রাতেই পাকিস্তানের দাবি উড়িয়ে ওই দেশের সরকারের নীতির কঠোর সমালোচনা করে নয়াদিল্লি। অন্যদিকে, এই হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই সে দেশের পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। এদিকে, আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে অন্তত ৭০ জন। পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি এই হামলাকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' বলে অভিহিত করেছেন।

ময়দান

চোটে নাজেহাল টিম ইন্ডিয়া, সংকটের মাঝেই স্বস্তির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোট, আঘাত আর ফিটনেস সমস্যায় এই মুহূর্তে বেশ চাপে টিম ইন্ডিয়া। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতেই ভারতীয় শিবিরে একের পর এক দুশ্চিন্তার খবর। হর্ষিত রানা পুরোপুরি ছিটকে গিয়েছেন টুর্নামেন্ট থেকে। প্রথম ম্যাচে অসুস্থতার কারণে খেলতে পারেননি জসপ্রীত বুমরাহ। তার উপর শোনা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে অভিষেক শর্মাকে খেলানো হয়েছিল 'হাফ ফিট' অবস্থায়। সব মিলিয়ে দল গঠনের প্রশ্নে স্বস্তির বদলে উদ্বেগই যেন বেশি।

এই পরিস্থিতিতে খানিকটা হলেও স্বস্তির খবর এনে দিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। প্রথম ম্যাচে ভারতের জয়ের পর সূর্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ম্যাচ খেলার জন্য পুরোপুরি ফিট ওয়াশিংটন সুন্দর। ভারতীয় অফস্পিনার-অলরাউন্ডার দ্বিতীয় ম্যাচের আগে দিল্লিতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বলেই খবর। চোট-সমস্যায় জর্জরিত দলে একজন নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডারের প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য বড় স্বস্তি।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটি অনায়াসে জিতেছে ভারত, তবু সেই ম্যাচে ব্যাটিং বিভাগ নতুন করে ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুলনামূলক ভাবে দুর্বল মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের মিডল অর্ডার যেভাবে ভেঙে পড়েছিল, তা একেবারেই আশ্বস্ত করেনি। শেডলি ভ্যান শাকউইক নামের এক 'নিরীহ' মিডিয়াম পেসারের সামনেই অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করে ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপ। শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ক্যারিশ্মাটিক ইনিংসেই ম্যাচটা সহজে জিতে নেয় টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে যায়, দলের ভারসাম্য রক্ষায় একজন প্রকৃত অলরাউন্ডারের প্রয়োজন কতটা জরুরি।

এই জায়গাতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন ওয়াশিংটন সুন্দর। বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ট্রেনিং করছেন তিনি। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাটিং ও বোলিং; দুটোই পুরোদমে শুরু করে দিয়েছেন ওয়াশিংটন। প্রয়োজনীয় সব ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁকে ফিটনেস সার্টিফিকেটও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম ম্যাচের পর অধিনায়ক সূর্য নিজেই জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন সম্পূর্ণ ফিট এবং শীঘ্রই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

তবে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ১২ ফেব্রুয়ারি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেই কি তাঁকে খেলানো হবে? এই মুহূর্তে প্রথম একাদশে জায়গা করে নেওয়া ওয়াশিংটনের পক্ষে সহজ নয়। টিম ম্যানেজমেন্ট আপাতত কম্বিনেশন ভাঙতে চাইছে না। কিন্তু রিঙ্কু সিং যদি ফের ব্যর্থ হন, তখন ওয়াশিংটনের নাম ভাবা হতে পারে। আবার পিচ যদি স্পিন সহায়ক হয়, সে ক্ষেত্রে শিবম দুবে বা অতিরিক্ত কোনও পেসারকে বসিয়েও ওয়াশিংটনকে খেলানোর রাস্তা খোলা রয়েছে।

সবচেয়ে বড় বিষয়, ওয়াশিংটন সুন্দর কোচ গৌতম গম্ভীরের আস্থাভাজন ক্রিকেটার। গত ছ'মাস ধরে নিয়মিত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলছেন তিনি এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দলের প্রয়োজনে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বারবার প্রমাণ করেছেন। তাই বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে যে কোনও সময় তিনি প্রথম একাদশে ঢুকে পড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যদিও আপাতত দ্বিতীয় ম্যাচেই তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল।

'এভাবেও ফিরে আসা যায়'! ঘরামির দুশোয় শেষ চারের দোরগোড়ায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসাধারণ, অভূতপূর্ব, অবিশ্বাস্য! হ্যাঁ, ঠিক এই ভাবেই হয়তো ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বাংলা দলের এদিনের পারফরম্যান্সকে। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম ইনিংসের ২৯৫ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে যখন স্কোরবোর্ডে ১৫৩/৫, তখন স্বাভাবিক ভাবেই আশঙ্কা ভর করেছিল; বড় লিড পেয়ে যাবে কি না অন্ধ্র! সেমিফাইনালের স্বপ্ন তখন ঝুলছিল সুতোয়। কিন্তু সেখান থেকেই দৃশ্যপট বদলে দিলেন সুদীপকুমার ঘরামি। তাঁর লড়াকু, ধৈর্যশীল ডবল সেঞ্চুরিতে ভর করে ফের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল বঙ্গ ব্রিগেড। ২৬ বছরের এই ব্যাটার দ্বিতীয় দিনের শেষে অপরাজিত ছিলেন ১১২ রানে। তাঁর সঙ্গে ২২ রানে নট আউট ছিলেন সুমন্ত গুপ্ত। তখনও ৯৬ রানে পিছিয়ে বাংলা। দলের সমস্ত ভরসা ছিল এই জুটির উপর। প্রত্যাশার মর্যাদা রেখেছেন দু'জনেই। চাপের মুখে ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে অন্ধ্রপ্রদেশের বোলারদের ধীরে ধীরে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেন তাঁরা। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁদের ১৬৫ রানের জুটি কার্যত বাংলাকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনে।

সুমন্ত গুপ্ত খেলেন ৮১ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। তিনি যখন আউট হয়ে সাজঘরে ফিরছেন, তখন বাংলার স্কোর ৩১৮; অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম ইনিংসের রান তখন পিছনে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু গল্প তখনও শেষ হয়নি। আট নম্বরে নেমে উইকেটরক্ষক শাকির গান্ধি (৪৫) দৃঢ়তা দেখান। অন্য প্রান্তে অটল থেকে নিজের ডিফেন্সে ভরসা রাখেন সুদীপ। একের পর এক স্পেল সামলে এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি। দিনের শেষে আসে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ৪৫১ বলের ম্যারাথন ইনিংস খেলে অপরাজিত ২১৬ রানে পৌঁছন সুদীপকুমার ঘরামি। চাপের মুখে দলকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে তিনি যেন অভ্যস্ত। চলতি রনজি মরশুমেও একাধিকবার তাঁর ব্যাট কথা বলেছে। কোয়ার্টার ফাইনালেও তার ব্যতিক্রম হল না। সুদীপ আবারও প্রমাণ করলেন; বিপদে তিনিই বাংলার ভরসার নাম। তৃতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ১২৩ রানের লিড নিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরনের দল। ম্যাচের রাশ এখন পুরোপুরি বাংলার হাতে। বড় কোনও অঘটন না হলে প্রথম ইনিংসের লিডের সুবাদে তিন পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছনো প্রায় নিশ্চিত। যদিও এখান থেকে ম্যাচ জেতার সুযোগও রয়েছে।

তবু বাংলার সমর্থকদের মনে একটা পুরনো ক্ষত এখনও টাটকা। নকআউটে গিয়ে প্রত্যাশার চাপ সামলাতে না পারার ইতিহাস রয়েছে এই দলের। দু'মরশুম আগে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হারের স্মৃতি এখনও দগদগে। তবে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন; ন্যাড়া বারবার বেলতলা যায় না। চলতি রনজিতে বাংলার পারফরম্যান্স সেই বিশ্বাসই জোগাচ্ছে। উপরন্তু, এই দলে রয়েছেন মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদের মতো আন্তর্জাতিক মানের বোলাররা। লিড হাতে নিয়ে তাঁদের হাতেই এখন ম্যাচ শেষ করার দায়িত্ব। সুদীপের ডবল সেঞ্চুরিতে ভর করে যে স্বপ্নের দরজা খুলেছে, সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সব রসদই এই মুহূর্তে রয়েছে বঙ্গ ব্রিগেডের হাতে।

দাপুটে জয়ে শুভসূচনা কিউয়িদের

চেন্নাই, ৮ ফেব্রুয়ারি: প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী নিউ জিল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দিয়েছিল আফগানিস্তান। বল হাতে শুরুটা দুর্দান্ত হলেও, তারা পরবর্তীতে ধারাবাহিকতা রাখতে পারেনি। শুরুর ধাক্কা সামলে আফগানিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। আর এই জয় দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করল নিউ জিল্যান্ড।

রবিবার চেন্নাইয়ের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে নিউ জিল্যান্ডকে ১৮২ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল আফগানিস্তান। এই রান করতে আফগানিস্তানের হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে ছিলেন জি নবি (৬৩), এস আটল (২৯), আর গুডবাই(২৭) ও ডিএ রাসোলি (২০)। এই রানের জবাব দিতে গিয়ে ১৩ বল ও ৫ উইকেট হাতে থাকতেই জয় তুলে নিয়েছে নিউ জিল্যান্ড।

আফগানিস্তানের দেওয়া ১৮৩ রানের লক্ষ্য টি-টোয়েন্টির রান বন্যার যুগে আহামরি না হলেও জিততে নিউ জিল্যান্ডকে রেকর্ডই করতে হত এদিন। কারণ, টি-২০ বিশ্বকাপে ১৬৭-র চেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের কোনও নজির ছিল না নিউ জিল্যান্ডের।

নিউ জিল্যান্ড এদিন রেকর্ড গড়েছে টিম সেইফার্টের অর্ধশতকে। তাঁর ৪২ বলে ৬৫ রানের ইনিংসে ১৩ বল হাতে রেখেই কিউয়িরা ৫ উইকেটে জিতেছে। নিউ জিল্যান্ডের এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন গ্লেন ফিলিপস (৪২), মার্ক চাপম্যান (২৮), ড্যারেল মিচেল (২৫) ও মিচেল স্যান্টনার (১৭)। এই আফগানিস্তানের কাছেই গত টি-২০ বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ড ৮৪ রানে হেরেছিল।

প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ী ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএল আসন্ন। সরকারি ভাবে সূচি ঘোষণাও করে দিয়েছে ফেডারেশন। আইএসএলের প্রস্তুতিস্বরূপ ঘরের মাঠে নিজেদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে ২-০ গোলে মহামেডান স্পোর্টিংকে হারাল ইস্টবেঙ্গল। এই প্রস্তুতি ম্যাচকে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড ইস্টবেঙ্গল মাঠে। মহম্মদ রাকিপকে ফাউল করে লাল-কার্ড দেখেন মহামেডানের দীনেশ মেতেই। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গ্যালারিতে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে। মাথা ফেটে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রাকিপকে। প্রথমার্ধে ডেভিড লালহানসাঙ্গার গোলে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ ব্রিগেড।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কিডস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। ১৫০ জন খুদে কুস্তিগীর নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে এই চ্যাম্পিয়নশিপ। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল এই টুর্নামেন্টের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

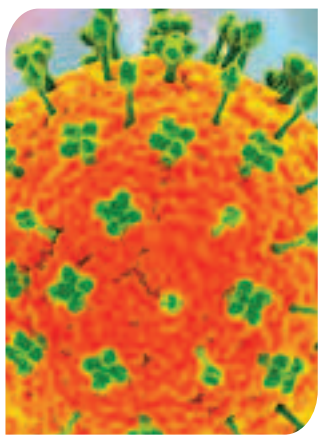

আরোগ্য

সোমবার • ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

নিপা ভাইরাস সতর্কতা জরুরি

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

সম্প্রতি আমাদের রাজ্যে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যু সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বিগ্নতা বাড়িয়ে তুলেছে অনেকটাই। শুধুমাত্র এই রাজ্যে নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও নিপার দ্রুত বিস্তার জনস্বাস্থ্যের উপর এক নতুন আঘাত নিয়ে এসেছে। এশিয়াজুড়ে জারি হয়েছে সতর্কতা। কারন, নিপা সংক্রমণে মানুষের মৃত্যুর হার ৪০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ এর মধ্যে রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত এই সংক্রমন প্রতিরোধ করার মত কোনও অনুমোদিত ওষুধ বা টিকা নেই।

নিপা ভাইরাস একটি জুনোটিক ভাইরাস, যা সাধারণত প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়, তবে দূষিত খাবারের মাধ্যমে বা সরাসরি মানুষের মধ্যেও এটি সংক্রামিত হতে পারে।

১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ার শূকর খামারে এক প্রাদুর্ভাবের সময় নিপা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয়। ' নিপা ' নামটিও এসেছিল মালয়েশিয়ার সেই গ্রামের নাম থেকে যেখানে শূকর চাষীরা প্রথম সংক্রামিত হয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে, মালয়েশিয়া থেকে অসুস্থ শূকর আমদানির পরে সিঙ্গাপুরেও প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায়। তারপরেই বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন এবং সিঙ্গাপুরেও নিপার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সেই হিসেবে নিপা কোনো নতুন ভাইরাস নয়। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই নিপার সংক্রমণের খবর পাওয়া যায়। ভারতে, দেশের বেশ কয়েকটি অংশে পর্যায়ক্রমে প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া গেছে , যার মধ্যে সর্বশেষ ২০২৬ সালেই নিপার সংক্রমণ আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

টেরোপোডিডি পরিবারের সদস্য 'ফলের বাদুড়' হল নিপা ভাইরাসের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। নিপা ভাইরাস সাধারণত সংক্রামিত বাদুড় এবং অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

শুধু নিপা নয়, বাদুড় হল বিভিন্ন ধরণের অণুজীবের প্রাকৃতিক আধার, বাদুড়ের মূত্র এবং সম্ভাব্যভাবে বাদুড়ের মল, লালা এবং প্রসবকালীন তরল পদার্থে উপস্থিত থাকে এই ভাইরাস।

নিপা ভাইরাস রোগের কারণ যে জীবাণুটি সেটি প্যারামাইক্সোভাইরাস পরিবারের হেনিপাভাইরাস গণের একটি আরএনএ ভাইরাস।

প্যারামাইক্সোভাইরাস বা প্যারামিক্সোভাইরিডি হল ভাইরাসের একটি বৃহৎ দল যা মানুষ এবং প্রাণীদের প্রভাবিত করে। মহামারী পরিকল্পনার জন্য প্যারামাইক্সোভাইরাসের হেনিপাভাইরাস

বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । এর মধ্যেই রয়েছে হেন্ড্রা ভাইরাস ও নিপা ভাইরাস। এগুলি সবই জুনোটিক অর্থাৎ প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া রোগ সৃষ্টির নেপথ্য নায়ক। নিপা ভাইরাস যে শূকর, ঘোড়া, কুকুর এবং বিড়াল সহ বিভিন্ন প্রজাতির গৃহপালিত প্রাণীকে সংক্রামিত করতে পারে সেটি ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

বাদুড়, শূকর বা ঘোড়ার মতো সংক্রামিত প্রাণীর সরাসরি সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে এবং সংক্রামিত ফলের বাদুড় দ্বারা দূষিত ফল বা ফল জাত পণ্য, যেমন কাঁচা খেজুরের রস খাওয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। শূকরের মতো খামারের প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এই ভাইরাসটি মারাত্মক রোগের কারণ হতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন নেওয়ার সময়ে ঘনিষ্ঠতার কারনে মানুষের থেকে মানুষেও নিপা সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে।

নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ কিছু মানুষের ক্ষেত্রে লক্ষণবিহীনও হতে পারে। তবে, নিপার সংক্রমণ হলে বেশিরভাগ মানুষেরই জ্বর হয় এবং মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় । যেমন, মাথাব্যথা বা স্মৃতিলোপের মত ঘটনাগুলো ঘটে, সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও কাশি। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও প্রভাবিত হতে পারে। অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ঠান্ডা লাগা, গলাব্যথা, ক্লান্তি, ঘুমঘুম ভাব, মাথা ঘোরা, বমি এবং ডায়রিয়া। নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে দ্রুত । সংক্রমণের পর থেকে লক্ষণ দেখা দেওয়া পর্যন্ত সাধারণত চার দিন থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে ।

যেকোনো রোগীর ক্ষেত্রেই এই সংক্রমণ গুরুতর হতে পারে, তবে বিশেষ করে যাদের স্নায়বিক লক্ষণ থাকে, তাদের মস্তিষ্ক ফুলে যাওয়া বা এনসেফালাইটিস হতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে । এই সময়টিতে সতর্কতা ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্কের উপর প্রভাবগুলির কারণেই নিপার সংক্রমণে মৃত্যুর হার এত বেশি।

বেঁচে থাকা বেশিরভাগ মানুষই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন, তবে রোগ থেকে সেরে ওঠা প্রায় ৫ জনের মধ্যে ১ জনের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী স্নায়বিক বৈকল্যের তথ্য পাওয়া গেছে। কিছু রোগীর, যারা নিপা সংক্রমণের তীব্র পর্যায়ে বেঁচে যান,

তাদের অনেক বছর পরে, এমনকি এক দশকেরও বেশি সময় পরে পুনরায় এনসেফালাইটিস হতে পারে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ছাড়া নিপাকে অন্যান্য সংক্রামক রোগ, অথবা এনসেফালাইটিস বা নিউমোনিয়ার কারণগুলির থেকে আলাদা করা কঠিন। এই রোগ নির্ণয়ের জন্য শ্বাসযন্ত্রের নমুনা, রক্ত বা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (একটি স্পাইনাল ট্যাপ) এর রিয়েল টাইম পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (RT-PCR)। এনজাইম-লিঙ্কড ইমিউনোসর্বেন্ট অ্যাসে (ELISA) এর মাধ্যমে রক্তের অ্যান্টিবডি সনাক্তকরণও ব্যবহার করা হয়।

তবে, এইসব পরীক্ষার সময়েও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত নমুনা জৈবিক ঝুঁকির কারণ হতে পারে । তাই সন্দেহভাজন নিপা ভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্ত মানুষ এবং প্রাণীর কাছ থেকে নেওয়া নমুনাগুলি উপযুক্ত সজ্জিত পরীক্ষাগারে কর্মরত প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পরিচালনা করা উচিত।পরীক্ষাগারগুলোও সর্বাধিক জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে থাকা উচিত। বায়ো-সেফটি লেভেল-থ্রি স্তরের কোনও ল্যাবরেটরিতেই নিপা ভাইরাসের পরীক্ষা করা সম্ভব।

ভারতে নতুন করে নিপার প্রাদুর্ভাব উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে কারণ বর্তমানে এর কোনও প্রতিরোধ বা চিকিৎসা নেই। তবে, নিপার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য সমস্যা কোভিডের মতো একই মাত্রায় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারন নিপা সরাসরি একজন মানুষের থেকে আরেকজন মানুষের কাছে পৌঁছয় না। নিপা সংক্রামিত হয় খাদ্য এবং সংক্রামিত প্রাণী থেকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নিপা ভাইরাস সংক্রমণকে ইতিমধ্যেই একটি অগ্রাধিকারমূলক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে । মহামারি সৃষ্টির সক্ষমতা থাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ ও জিকার মতো রোগজীবাণুর সঙ্গে নিপা ভাইরাসকেও ঝুঁকি বিবেচনায় শীর্ষ ১০টি রোগের তালিকায় রেখেছে।

নিপা ভাইরাসের জন্য যেহেতু বর্তমানে কোন টিকা নেই তাই সতর্কতাই এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।

ল্যানসেটে প্রকাশিত একটি তথ্য অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ায় এম১০২.৪ (m102.4) নামের একটি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি নিয়ে নিপা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের গবেষনা শুরু হয়েছে।

এম১০২.৪ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি হল একটি শক্তিশালী সম্পূর্ণ মানব অ্যান্টিবডি। তথ্য অনুসারে, এম১০২.৪ একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হতে পারে তবে এটি এখনও পরীক্ষার স্তরেই রয়েছে। প্রতিষেধক কাজ করলে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচবে বলেই আশা করছেন গবেষকেরা।

প্রবীণদের একাকীত্ব, নীরব সামাজিক সমস্যা

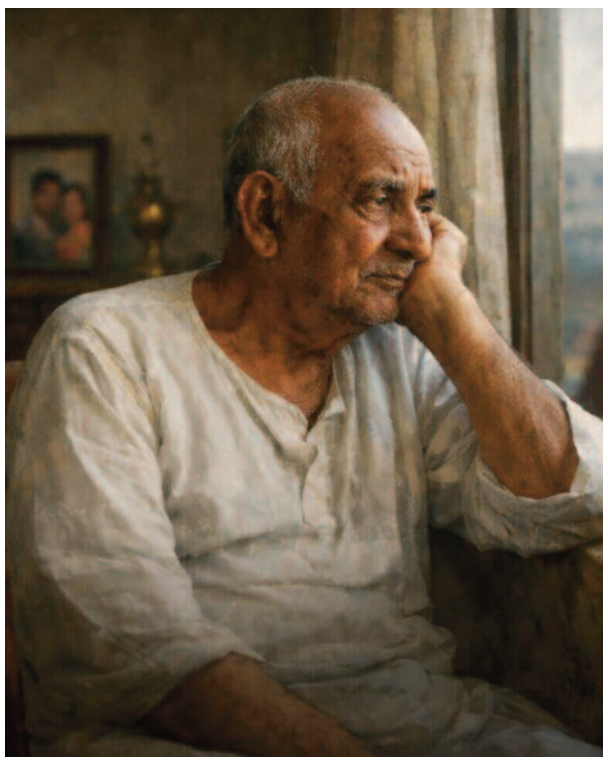

সাধন দাস

বর্তমান সমাজে নানান দৃশ্যমান সমস্যার ভিড়ে একটি গভীর সংকট নীরবে বেড়ে চলেছে প্রবীণদের একাকীত্ব। এক সময় যৌথ পরিবারে প্রবীণরা ছিলেন সংসারের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও স্নেহে বেড়ে উঠত নতুন প্রজন্ম। কিন্তু আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, নগরায়ণ ও পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনে আজ বহু প্রবীণ মানুষ পড়ে আছেন নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে।

কর্মসূত্রে সন্তানদের দূর শহর বা বিদেশে চলে যাওয়া এখন সাধারণ ঘটনা। বাবা,মা থেকে যান পুরোনো বাড়িতে, পরিচিত পরিবেশে, কিন্তু অপরিচিত নীরবতায়। ফোনে কথা হয়, ভিডিও কলে মুখ দেখা যায়, কিন্তু মানুষের উপস্থিতির উষ্ণতা প্রযুক্তি দিতে পারে না। ধীরে ধীরে দিনের পর দিন কথা বলার মানুষ না থাকায় জন্ম নেয় মানসিক শূন্যতা।

প্রবীণদের একাকীত্ব শুধু শারীরিক বিচ্ছিন্নতা নয়, এটি এক গভীর মানসিক সমস্যা। অনেকেই নিজেকে পরিবারের বোঝা বলে ভাবতে শুরু করেন। এতে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, বাড়ে হতাশা ও উদ্বেগ। প্রজন্মগত দূরত্ব এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। তরুণ সমাজের দ্রুতগতির জীবনধারা আর প্রবীণদের ধীর অভ্যাসের মধ্যে তৈরি হয় অদৃশ্য প্রাচীর। একই বাড়িতে থেকেও অনেক সময় কথা বলার সুযোগ তৈরি হয় না।

শহরজীবনের অ্যাপার্টমেন্ট সংস্কৃতি প্রতিবেশী সম্পর্ককেও সীমিত করে দিয়েছে। গ্রামে যে সামাজিক বন্ধন প্রবীণদের মানসিক আশ্রয় দিত, শহরে তার অভাব স্পষ্ট। অসুস্থতা বা বিপদের সময় অনেক প্রবীণ নিজেকে সম্পূর্ণ একা আবিষ্কার করেন। অথচ এই মানুষগুলোর ত্যাগ ও অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান।

এই একাকীত্বের প্রভাব সমাজের ওপরও পড়ে। প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয় নতুন প্রজন্ম। পরিবারে তাঁদের উপস্থিতি শিশুদের শেখায় সহানুভূতি ও মানবিকতা। সেই যোগসূত্র ছিন্ন হলে সমাজ ধীরে ধীরে অনুভূতিহীন হয়ে ওঠে।

তবে আশার দিকও আছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রবীণ দিবাযত্ন কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রবীণদের সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিছু তরুণ স্বেচ্ছাসেবক সময় দিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন, বই পড়ে শোনান বা প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করেন। এই ছোট উদ্যোগগুলোই বড় পরিবর্তনের পথ দেখায়।

তবু মূল দায়িত্ব পরিবার ও সমাজের। সন্তানের কর্তব্য কেবল আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া নয়; মানসিক উপস্থিতিও সমান জরুরি। প্রতিদিন কিছুটা সময় বাবা,মায়ের সঙ্গে কাটানো, তাঁদের কথা মন দিয়ে শোনা এই সামান্য অভ্যাসই প্রবীণদের জীবনে নতুন আলো আনতে পারে। পাশাপাশি সমাজকে গড়ে তুলতে হবে প্রবীণবান্ধব সহজ স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ চলাচল ও সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করে।

শিক্ষাব্যবস্থায় ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক মূল্যবোধ ও প্রবীণদের প্রতি সংবেদনশীলতার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যম হিসেবে, দূরত্ব বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে নয়।

শেষ পর্যন্ত প্রবীণদের একাকীত্ব আমাদের সকলের যৌথ দায়িত্ব। আজ যারা নিঃসঙ্গ, কাল আমরাও সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারি। তাই এই সমস্যাকে কেবল সামাজিক ইস্যু নয়, মানবিক কর্তব্য হিসেবে দেখতে হবে। প্রবীণদের পাশে দাঁড়ানো মানে নিজের ভবিষ্যতের প্রতিও দায়িত্ব নেওয়া।

সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় তার অট্টালিকার উচ্চতায় নয়, বরং সে সমাজ তার প্রবীণদের কতটা যত্নে রাখে এই মাপকাঠিতেই নির্ধারিত হয়।

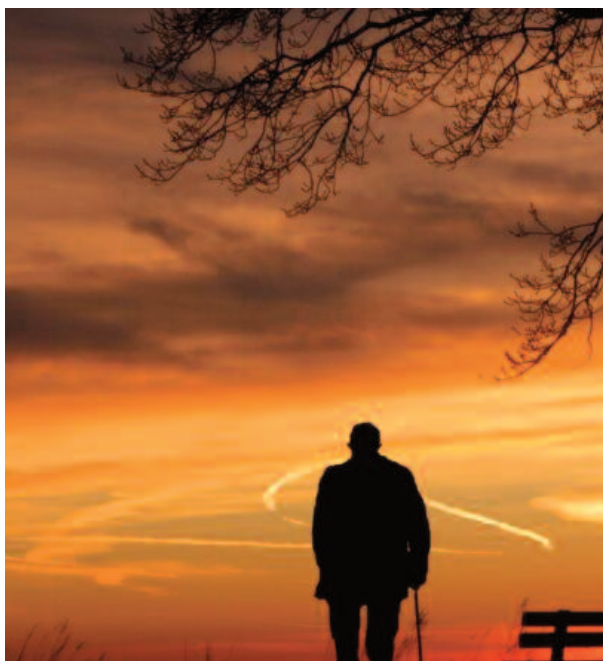

মানব কল্যাণে ডাঃ চুনীলাল বসু এবং কুষ্ঠরোগ নিয়ে চিন্তাভাবনা

ডাঃ শামসুল হক

কুষ্ঠরোগ হল এমনই নাছোড়বান্দা একটা রোগ যার ভয়াবহ রূপ একটা সময় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মনে এমন ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে সেইসময় আবার দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল সকলের জীবনও। ডাঃ চুনীলাল বসু তখন একজন সরকারী চিকিৎসক । সবেমাত্র ব্রহ্মদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন তিনি। চাকরির সুবাদেই এতদিন সেদেশে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু বিদেশের জল হাওয়ার মধ্যে কখনও তেমন একটা স্বস্তিও পাননি তিনি। তাই একরকম বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে।

কলকাতার ছেলে ডাঃ চুনীলাল বসু ব্রহ্মদেশ থেকে সোজা চলে আসেন কলকাতায়। খোঁজ শুরু করেন নতুন চাকরিও। কিছুদিনের মধ্যেই একজন সরকারী চিকিৎসক হিসেবে শুরু হয় তাঁর নতুন কর্মজীবনও । কাজ করতে করতেই একসময় নামজাদা একজন চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত ও হন তিনি এবং তারপর ই একের পর এক সিঁড়ি টপকে খ্যাতির শীর্ষাদেশে পৌঁছাতে খুব বেশি সময়ও লাগেনি তাঁর ।

১৮৯৪ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিকী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা শহরেই। সেখানে সেই সংস্থার সহ সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি । শুরু হয় নতুন জীবনও । তারপর কিছুদিনের মধ্যেই লণ্ডন মেডিকেল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন । দুবছর পরই আবার ক্যালকাটা মেডিকেল জার্নালের সম্পাদকের পদটিও পেয়ে যান তিনি। আর নিজস্ব কর্মদক্ষতার ই গুণে একসময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে প্রদান করে রায় বাহাদুর খেতাব ও । আবার বাড়তি পাওনা হিসেবে পেয়ে যান সি . আই . ই উপাধিও ।

এতকিছুর পরও মানুষটা কিন্তু ভুলে যাননি সাধারণ মানুষজনদের কথাও। কুষ্ঠ রোগ তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল দেশের ই বিভিন্ন প্রান্তে । আর সেটা দেখে ভীষণ উৎকণ্ঠিত ও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তে অসহায় সেই সমস্ত মানুষদের জন্য যে কিছু একটা করা দরকার সেটাই বারবার মনে হয়েছিল তাঁর।

সেইসময় কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার তেমন একটা সুব্যবস্থাও অবশ্য ছিল না । বলা যেতে পারে তখন ও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই রোগের

চিকিৎসার বিজ্ঞানসম্মত কোন পদ্ধতিও । তাই তখন কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার কাজ চলত কিছুটা মধ্যযুগীয় পন্থার উপর ভর করেই। তাতে সবসময় যে ভালো ফলাফল মিলত তা কিন্তু নয় । রোগী এবং তাঁর আত্মীয় পরিজনদের অনেক সময়ই নির্ভর করে থাকতে হত ভাগ্যের উপর ভরসা রেখেই । অথচ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল কুষ্ঠ রোগীদের সংখ্যাও। আর সেটা দেখে নিজেকেও স্থির রাখতে পারেননি চুনীলালবাবু। ফলে সঠিক পথের

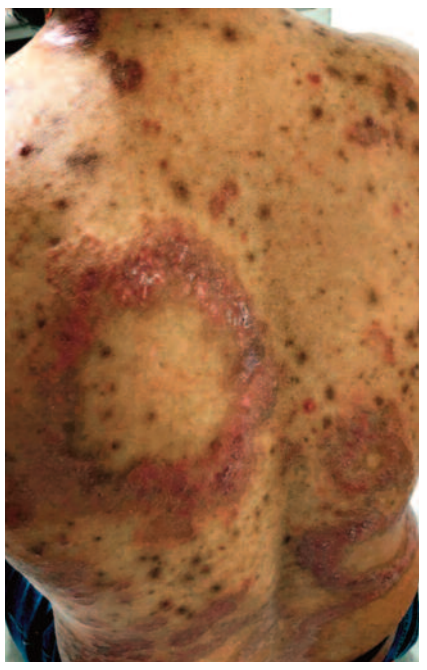

সন্ধানেই তখন কাটতে থাকে তাঁর নিজস্ব দিনরাত্রি। অবশেষে লিওনার্ডো বাঞ্জার্স নামক এক বিদেশি গবেষকের সহায়তায় নির্দিষ্ট একটা পথের সন্ধান পান তিনি এবং নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন কেবলমাত্র হাজার হাজার কুষ্ঠরোগীদের মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলারই জন্য।

শুরু হয় তাঁর নিরলস গবেষণাকর্মও। লিওনার্ডো বাঞ্জার্স এবং তিনি নিজে তখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যুগ্মমিলনে এক নতুন উপায় বের করেন । তারপর সরাসরি সেটা প্রয়োগ করতে শুরু করেন আক্রান্ত রোগীদের উপরও । মিলতে থাকে সুফলও । ফলে তখন নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হয়েও ওঠেন তাঁরা । রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সকলের মুখে ফোটে তৃপ্তির হাসিও।

কুষ্ঠ রোগীদের ভঙ্গুর মনে একটু শান্তির পরশ আনার পর ডাঃ চুনীলাল বসুর চোখ এবার থমকে দাঁড়ায় অনাথ শিশুদের চরম দুর্দশারই দিকে। এবার তাদের যাবতীয় সমস্যাগুলো নিয়েও ভাবতে শুরু করেন তিনি। তাঁর ই তৎপরতায় তৈরি করা হয় বেশ কয়েকটা অনাথ আশ্রমও। সেখানে বহু অনাথ বালক বালিকার থাকা, খাওয়া এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা ও হয়েছিল। আর সেজন্য তিনি নিজে যেমন প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন ঠিক তেমনই বিভিন্ন সংস্থা থেকেও আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাঁর ভাবনার মধ্যে ছিল না কেবলমাত্র অনাথ বালক বালিকাদের কথাই। ছিল মূক, বধির এবং অন্ধদের কথাও। তাইতো কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর ভূমিকাও ছিল বিড়াট। আর সেইসব কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য ছিল তাঁর অসীম চিন্তাভাবনা এবং অতি অবশ্যই বিশাল ত্যাগও। সেজন্য চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর ও নিয়েছিলেন তিনি।

তখন কেবলমাত্র জনসেবার মধ্যেই কেটে যেত তাঁর অধিকাংশ সময়। আর বাকি সময়টা তাঁর কাটত চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়েই। সেইসময় তিনি লিখেছিলেন নতুন নতুন অজস্র থিসিসও । পরবর্তীকালে সেগুলো চিকিৎসাবিদ্যার বহুবিধ উন্নয়নের কাজে অনেক কার্যকর ভূমিকাও নিয়েছিল।